মালিকানা ভিত্তিতে ব্যবসায়

ইউনিট 4

ভূমিকা

ভোক্তাদের বিভিন্নমুখী চাহিদা, মালিকানা, ব্যবসায়ীদের নিজস্ব মনোভাব এবং আকার ও বৈশিষ্ট্যের জন্য বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায় সংগঠনের সৃষ্টি হয়। এ ইউনিটে আমরা মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায়ের প্রকারভেদ, এক মালিকানা ব্যবসায়ের ধারণা,বৈশিষ্ট্য ও উপযুক্ত ক্ষেত্র, এক মালিকানার ব্যবসায় গঠন সহজ কেন/সুবিধা ও অসুবিধা,অংশীদারি ব্যবসায়ের ধারণা,বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা, অংশীদারি ব্যবসায় ও অংশীদারের প্রকারভেদ, অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিপত্র ও বিষয়বস্তু, অংশীদারি ব্যবসায়ের গঠন,নিবন্ধনকরণ ও এর সুবিধা, অংশীদারি ব্যবসায়ের ভেঙে যাওয়ার কারণ ও বিলোপসাধন, যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা, যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের গঠনপ্রণালী, প্রকারভেদ এবং পাবলিক ও প্রাইভেট লিঃ কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে জানতে পারবো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৪.১ : মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায়ের প্রকারভেদ
পাঠ- ৪.২ : এক মালিকানা ব্যবসায়ের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও উপযুক্ত ক্ষেত্র
পাঠ- ৪.৩ : এক মালিকানা ব্যবসায় গঠন এত সহজ কেন/সুবিধা ও অসুবিধা
পাঠ- ৪.৪ : অংশীদারি ব্যবসায়ের ধারণা, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা
পাঠ- ৪.৫ : অংশীদারি ব্যবসায় ও অংশীদারের প্রকারভেদ
পাঠ- ৪.৬ : অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিপত্র ও বিষয়বস্তু
পাঠ- ৪.৭ : অংশীদারি ব্যবসায়ের গঠন, নিবন্ধনকরণ ও এর সুবিধা
পাঠ- ৪.৮ : অংশীদারি ব্যবসায়ের ভেঙে যাওয়ার কারণ ও বিলোপসাধন
পাঠ- ৪.৯ : যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের ধারণা,বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা
পাঠ- ৪.১০ : যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের গঠন প্রণালী, প্রকারভেদ এবং পাবলিক ও প্রাইভেট লিঃ কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য

পাঠ-৪.১ মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায়ের প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মালিকানা ভিত্তিতে ব্যবসায়ের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	এক মালিকানা ব্যবসায়, অংশীদারি ব্যবসায়, যৌথমূলধনী ব্যবসায়, সমবায় ব্যবসায় ও রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়

মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায়ের প্রকারভেদ

সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবসায়ের এত ধরন বা প্রকারভেদ ছিল না। মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা, সমাজ ও রাষ্ট্রের আইন-কাঠামো, ব্যবসায়ের উৎকর্ষতা এবং মূলধন সংগ্রহের উৎসের আধিক্য ইত্যাদি বিবেচনায় ব্যবসায় সংগঠনের মালিকানার কাঠামোতে মাত্রাগত ও গুণগত ভিন্নতা এনেছে।

মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায়কে নিচের পাঁচ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

১। এক মালিকানা ব্যবসায়;
২। অংশীদারি ব্যবসায়;
৩। যৌথমূলধনী ব্যবসায়;
৪। সমবায় ব্যবসায় ও
৫। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়।

নিচে এদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১. **এক মালিকানা ব্যবসায়:** ব্যবসায় সংগঠনের প্রাচীন রূপ হলো এক মালিকানা ব্যবসায়। একজন ব্যক্তির মালিকানায় এরূপ ব্যবসায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। শুধুমাত্র অর্থসংস্থান দ্বারা মূলধন গঠনই নয়, ব্যবসায়ের সকল দায় মালিককেই বহন করতে হয়। কালের বিবর্তনে এ ধরনের ব্যবসায় একচেটিয়া আধিপত্য লাভ করতে পারেনি।

২. **অংশীদারি ব্যবসায়:** এক মালিকানা ব্যবসায়ের সীমাবদ্ধতা ও অসুবিধাসমূহ দূর করার লক্ষেই মূলত: অংশীদারি ব্যবসায় গড়ে ওঠে। সহজভাবে বলা যায়, একের অধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যে ব্যবসায় গঠন করা যায়, তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে। ব্যাপক অর্থে, কমপক্ষে দুই জন এবং সর্বোচ্চ বিশজন (ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দশজন) ব্যক্তি মুনাফা অর্জন ও তা নিজেদের মধ্যে বন্টনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে, তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে। ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন মোতাবেক অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

৩. **যৌথ মূলধনী ব্যবসায়:** যৌথ মূলধনী ব্যবসায় সংগঠন বা কোম্পানি হলো আইনসৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্ত্বার অধিকারী। এমন এক ধরনের বৃহদায়তন ব্যবসায় সংগঠন যা অদৃশ্য, চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী, যা নিজের নাম ও সিল দ্বারা পরিচিত ও পরিচালিত হয়; যেখানে মালিকানা সীমিত দায়বিশিষ্ট শেয়ার সংখ্যা দ্বারা নির্ধারিত। কোম্পানির বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত করে ১৮৮২ সালে প্রথম ভারতীয় কোম্পানি আইন প্রণয়ন করা হয়। পরে এর ব্যাপক পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা হয় ১৯১৩ সালে। আবার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন প্রবর্তিত হয়, যা আজও কার্যকর রয়েছে।

৪. **সমবায় ব্যবসায়:** পারস্পরিক অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষে একই শ্রেণি বা পেশার সমমনা কতিপয় ব্যক্তি সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সম-অধিকারের ভিত্তিতে দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে, তাকে সমবায় ব্যবসায়ে বলে। বর্তমানে ২০০১ সালের সমবায় আইন এবং ২০০৪ সালের সমবায় বিধিমালা দ্বারা সমবায় ব্যবসায়ে সংগঠন পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

৫. **রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়:** শুধুমাত্র মুনাফা নয় জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের বা সরকারের মালিকানায় গঠিত ও পরিচালিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই হলো রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়। পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, সামরিক বাহিনীর মত অতি আবশ্যকীয় সেবা প্রদানকারী সংগঠন রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে।

সারসংক্ষেপ

- ❖ মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায়কে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা: এক মালিকানা ব্যবসায়, অংশীদারি ব্যবসায়, যৌথমূলধনী ব্যবসায়, সমবায় ব্যবসায় ও রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়।
- ❖ একজন ব্যক্তির মালিকানায়, পরিচালনায় ও নিয়ন্ত্রণে যে ব্যবসায় তাকে এক মালিকানা ব্যবসায় বলে।
- ❖ কমপক্ষে দু'জন এবং সর্বোচ্চ বিশ জন (ব্যাংকিং ব্যবসায় ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দশজন) ব্যক্তি মুনাফা অর্জন ও তা নিজেদেরকে মধ্যে বণ্টনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে তা অংশীদারি ব্যবসায়।
- ❖ যে ব্যবসায় সংগঠন অদৃশ্য, চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী, যা নিজের নাম ও সিল দ্বারা পরিচিত ও পরিচালিত হয়, যেখানে মালিকানা সীমিত দায়বিশিষ্ট শেয়ার সংখ্যা দ্বারা নির্ধারিত, তা যৌথমূলনী ব্যবসায়।
- ❖ পারস্পরিক অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষে একই শ্রেণি বা পেশার সমমনা কতিপয় ব্যক্তি সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সম-অধিকারের ভিত্তিতে দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে, তাকে সমবায় ব্যবসায়ে বলে।
- ❖ শুধুমাত্র মুনাফা নয়, জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের বা সরকারের মালিকানায় গঠিত ও পরিচালিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই হলো রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১. মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায়কে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
(ক) দুই (খ) তিন
(গ) চার (ঘ) পাঁচ

২. কোন ব্যবসায় সবচেয়ে বেশি প্রাচীন?
(ক) এক মালিকানা (খ) অংশীদারি
(গ) যৌথমূলধনী (ঘ) সমবায়

৩. কোন ব্যবসায় চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী?
(ক) এক মালিকানা (খ) অংশীদারি
(গ) যৌথমূলধনী (ঘ) সমবায়

৪. কোন ব্যবসায়ে সমপেশার লোকজন মিলিত হয়ে থাকে?
(ক) এক মালিকানা (খ) অংশীদারি
(গ) যৌথমূলধনী (ঘ) সমবায়

৫. অতি আবশ্যকীয় সেবা প্রদানকারী ব্যবসায় কোনটি?
(ক) এক মালিকানা (খ) অংশীদারি
(গ) যৌথমূলধনী (ঘ) রাষ্ট্রীয়

পাঠ-৪.২ এক মালিকানা ব্যবসায় ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও উপযুক্ত ক্ষেত্র

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- এক মালিকানা ব্যবসায় কী তা বলতে পারবেন।
- কী কী বৈশিষ্ট্য থাকলে এক মালিকানা ব্যবসায় হবে তা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- কোন কোন ক্ষেত্রে এক মালিকানায় ব্যবসায় উপযুক্ত বা উপযোগী তা চিহ্নিত করতে এবং ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

এক মালিকানা ব্যবসায় ধারণা

একজন ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য মূলধন সংগ্রহ করে যে ব্যবসায় গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রন করে এবং অনিশ্চয়তা থেকে সৃষ্ট ঝুঁকি বহন করে ও সমুদয় মুনাফা ভোগ করে তাকে এক মালিকানা ব্যবসায় বলে। কুটির শিল্প, মুদির দোকান, পান-বিঁড়ির দোকান, টেইলারিং, গার্মেন্টস কারখানা, ফিলিং স্টেশন ইত্যাদি এক মালিকানা ব্যবসায়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এক মালিকানা ব্যবসায় বৈশিষ্ট্য

প্রাচীনতম ও জনপ্রিয় সংগঠন হলো এক মালিকানা ব্যবসায় সংগঠন তা আমরা পূর্বেই জেনেছি। এক মালিকানা ব্যবসায়ের এমন কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার জন্য অন্যান্য ব্যবসায় সংগঠন হতে অতি সহজে পৃথক করা যায়। আর যে সকল বৈশিষ্ট্যের কারণে নিজস্ব স্বকীয়তা নিয়ে বর্তমান পর্যন্ত টিকে আছে তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. **একক মালিকানা:** এক মালিকানা ব্যবসায়ের মালিক একজন ব্যক্তি। তিনি ব্যবসায়ের সবকিছুর স্বত্বধিকারী এবং নিজের প্রচেষ্টা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করে ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করে থাকে।

২. **সহজ গঠন:** অতি সহজে এই জাতীয় ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলা যায়। আইনগত ঝামেলা না থাকার জন্য একজন উদ্যোক্তা কম শ্রম ও সময়ের মধ্যে এক মালিকানা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

৩. **স্বল্প মূলধন:** স্বল্প মূলধন নিয়ে অল্প পরিসরে এক মালিকানা ব্যবসায়ের কার্যক্রম শুরু করা যায়। কম পরিমাণে বিনিয়োগ দ্বারা এই জাতীয় ব্যবসায় করা যায় বলে আমাদের দেশে গ্রাম-গঞ্জে, হাট-বাজারে, শহরে ইত্যাদি জায়গায় এক মালিকানা ব্যবসায়ের প্রচলন বেশি।

৪. **একক নিয়ন্ত্রণ:** এক মালিকানা ব্যবসায়ের পরিকল্পনা, সংগঠন, সমন্বয়, কর্মী নিয়োগ, নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের কাজ মালিক নিজে করে থাকেন।

৫. **অসীম দায়:** এই জাতীয় ব্যবসায়ের মালিক একজন ব্যক্তি বলে তাকে সকল ব্যবসায়িক দায় পরিশোধ করতে হয়। একজনের উপর সকল দায় অর্পণ হয় বলে হয় বলে এক মালিকানা ব্যবসায়ের দায় অসীম হয়।

৬. **ক্ষুদ্র আকার:** প্রায় অধিকাংশ এক মালিকানা ব্যবসায় সংগঠনের আকার ও আয়তন ছোট হয়ে থাকে। ক্ষুদ্র আকারের জন্য মূলধন কম লাগে, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রন সহজ বলে বর্তমানে এক মালিকানা ব্যবসায়ের সংখ্যা বেশি।

৭. **পৃথক সত্তাহীনতা:** পৃথক সত্তা হিসাবে এক মালিকানা ব্যবসায়কে নিবন্ধিত হতে হয় না বলে এর কোনো পৃথক সত্তা থাকে না। এখানে ব্যক্তি ও ব্যবসায় অভিন্ন সত্তা হিসাবে বিবেচিত হয়।

৮. **একক মুনাফা ও লোকসান বন্টন:** এক মালিকানা ব্যবসায়ের অর্জিত সমুদয় মুনাফা মালিক একা ভোগ করে। আর লোকসান হলে তাকে বহন করতে হয়।

৯. **একক ঝুঁকি:** মালিক একা যেহেতু সকল মুনাফা ভোগ করে সেহেতু ব্যবসায়ের সকল ঝুঁকি তাকে বহন করতে হয়। ব্যবসায়ের অনিশ্চয়তা থেকে ঝুঁকির উদ্ভব হয়।

১০. **অনিশ্চিত আয়ুস্কাল:** এক মালিকানা ব্যবসায়ের শুরু ও পরিসমাপ্তি সম্পূর্ণরূপে এর মালিকের উপর নির্ভর করে। ব্যবসায়ের মুনাফা অর্জন অব্যাহত থাকলে ও মালিকের পরিচালনার ইচ্ছা থাকলে এক মালিকানা ব্যবসায় চলতে থাকে।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যাবলি বিশ্লেষণে দেখা যায়, এক মালিকানা ব্যবসায় অত্যন্ত সহজ প্রকৃতির ও জটিলতা মুক্ত। অসীম দায়, একক ঝুঁকির মতো কিছু নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য থাকার পরও এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যবসায় সংগঠন।

এক মালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র

বর্তমানে সময় বৃহদায়তন ব্যবসায় জগত পরিমন্ডলের ব্যাপক উন্নয়ন ও সম্প্রসারন হয়েছে। এই বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সাথে প্রতিযোগিতা করে ক্ষুদ্র এক মালিকানার ব্যবসায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে।
এক মালিকানা ব্যবসায়ের এমন কিছু বিশেষ ক্ষেত্র লক্ষণীয় যেখানে অন্য ব্যবসায় এর সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারে না। নিম্নে এক মালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহ উল্লেখ করা হলো:

১. **স্বল্প মূলধনের ব্যবসায়:** যে সকল ব্যবসায় পরিচালনা ও গঠন করতে স্বল্প মূলধন লাগে সেই ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এক মালিকানার ব্যবসায় উপযুক্ত। যেমন: মুদির দোকান, পান-বিড়ির স্টোর, সবজির দোকান ইত্যাদি।

২. **খুচরা বিক্রয়ের ব্যবসায়:** যে সকল পণ্যকে চুড়ান্ত ভোক্তার কাছে পৌঁছানোর জন্য খুচরা বিক্রেতার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে এক মালিকানা ব্যবসায় খুব উপযুক্ত। যেমন: বিশ্বের সেরা খুচরা বিক্রেতার দোকান ওয়ালমার্ট স্টোর।

৩. **পচনশীল পণ্য:** পচনশীল পণ্যের ব্যবসায় সাধারনত এক মালিকানার ভিত্তিতে গড়ে উঠে। যেমন: ফলমূল, শাকসবজি, মাছ-মাংস ইত্যাদির ব্যবসায়।

৪. **সীমিত চাহিদার পণ্য:** এমন কিছু পণ্য আছে যার উৎপাদন ও চাহিদা একটা বিশেষ এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এ ধরনের পণ্যের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এক মালিকানা ব্যবসায়ই উপযুক্ত। যেমন: হোটেল, রেস্তোরা ইত্যাদি।

৫. **পেশাদারি ব্যবসায়:** যে সকল ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একজন দক্ষ পেশাদার ব্যক্তির প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে এক মালিকানার ব্যবসায় উপযুক্ত। যেমন: ডাক্তারি, আইন ব্যবসায়, প্রতিনিধি ব্যবসায় ইত্যাদি।

৬. **কুটির শিল্প:** ক্ষুদ্র শিল্পে কম শ্রমিক ও মূলধনের প্রয়োজন হয়। তাই উক্ত ক্ষেত্রে এক মালিকানার ব্যবসায় উপযুক্ত। যেমন: বাঁশ ও বেঁতের শিল্প, তাঁত শিল্প, মৃৎশিল্প ইত্যাদি।

৭. **শৈল্পিক কর্মের ব্যবসায়:** যে সকল ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নৈপুণ্য, শিল্পকর্ম ও সুনাম জড়িত রয়েছে সেই ক্ষেত্রে এক মালিকানার ব্যবসায় বেশি উপযোগী। যেমন: শিল্প কর্ম, আলোক চিত্র, স্বর্ণকারের দোকান ইত্যাদি।

৮. **কৃষিজাত পণ্যের ব্যবসায়:** কৃষিজাত পণ্য ও সহায়ক পণ্যের ব্যবসায়ের জন্য এক মালিকানা ব্যবসায় বেশি উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। যেমন: ধান ব্যবসায়, আলু ব্যবসায়, কাঁচামালের ব্যবসায় ইত্যাদি।

৯. **প্রত্যক্ষ সেবাদান:** যে ব্যবসায় থেকে ভোক্তাগণ প্রত্যক্ষভাবে সেবা পেতে আগ্রহী হয় সেই ক্ষেত্রে এক মালিকানা ব্যবসায় উত্তম। যেমন: চুলকাটার সেলুন, লন্ড্রির দোকান ইত্যাদি।

১০. **প্রকাশনা ব্যবসায়:** স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের প্রকাশনা ব্যবসায় এক মালিকানা ভিত্তিতে গড়ে উঠা উত্তম। যেমন: খবরের কাগজ, বইপত্র, ম্যাগাজিন ইত্যাদি ব্যবসায়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, এক মালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহ হলো স্বল্প মূলধন, শ্রম, ঝুঁকি ও কারিগরি দক্ষতা নিয়ে গড়ে উঠা ব্যবসায়সমূহ। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ জাতীয় ব্যবসায় পরিলক্ষিত হয়।

সারসংক্ষেপ

- ❖ এক মালিকানায় ব্যবসায়ে মালিক ও নিয়ন্ত্রক একজন মাত্র ব্যক্তি।
- ❖ পৃথিবীর প্রায় ৮০ শতাংশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এক মালিকানা ব্যবসায়।
- ❖ পৃথিবীতে ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন ঘটে এক মালিকানা ব্যবসায়ের মাধ্যমে।
- ❖ এক মালিকানা ব্যবসায়কে প্রাচীনতম ব্যবসায় বলা হয়।
- ❖ এর গঠন ও ব্যবস্থাপনা অতি সহজ এবং আইনি কোনো জটিলতা নেই।
- ❖ এ ব্যবসায়ের মালিককে সকল প্রকার ঝুঁকি বহন করতে হয় এবং সমুদয় মুনাফা ও লোকসান তাকেই ভোগ করতে হয়।
- ❖ কুটির শিল্প, মুদির দোকান, পান বিড়ির দোকান, টেইলারিং, বিউটি পার্লার, গার্মেন্টস কারখানা, ফিলিং স্টেশন ইত্যাদি এক মালিকানায় ব্যবসায়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১. পৃথিবীতে এক মালিকানায় ব্যবসায়ের অবস্থান কী?
(ক) ৫০ শতাংশ (খ) ৬০ শতাংশ
(গ) ৭০ শতাংশ (ঘ) ৮০ শতাংশ

২. এক মালিকানা ব্যবসায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী?
(ক) সহজ গঠন (খ) স্বল্প মূলধন
(গ) স্বল্প স্থায়ী (ঘ) অসীম দায়

৩. এক মালিকানায় ব্যবসায়ের স্থায়ীত্ব কিসের উপর নির্ভর করে?
(ক) ব্যবসায়ের প্রকৃতি (খ) মালিকের ইচ্ছা
(গ) মূলধনের পরিমাণ (ঘ) ব্যবসায়ের আকার

৪. এক মালিকানায় ব্যবসায়কে কী বলে?
(ক) প্রাচীন ব্যবসায় (খ) আধুনিক ব্যবসায়
(গ) মধ্যযুগীয় ব্যবসায় (ঘ) সমসাময়িক ব্যবসায়

৫. এক মালিকানায় ব্যবসায়ের সাথে মালিকের সম্পর্ক কী?
(ক) পৃথক সত্তাহীনতা (খ) একক সত্তাহীন
(গ) সংযুক্ত সত্তা (ঘ) বিযুক্ত সত্তা

পাঠ-৪.৩ এক মালিকানা ব্যবসায় গঠন এত সহজ কেন/ সুবিধা ও অসুবিধা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- অন্যান্য ব্যবসায়ের তুলনায় এক মালিকানায় ব্যবসায় গঠন কেন অতি সহজ, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- এক মালিকানায় ব্যবসায়ের অসুবিধা উল্লেখ করতে পারবেন।

এক মালিকানা ব্যবসায় গঠন এত সহজ কেন/ সুবিধা

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এক মালিকানার ব্যবসায়ের সংখ্যা অংশীদারি বা যৌথমূলধনী ব্যবসায় অপেক্ষা অনেক বেশি। এর কারণ হলো অংশীদারি বা যৌথমূলধনী ব্যবসায় গঠন করতে এমন কিছু অসুবিধা লক্ষনীয় যা এক মালিকানা ব্যবসায় নেই। মূলতঃ এক মালিকানা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ, স্বল্প মূলধন, স্বল্প শ্রম, অবকাঠামোগত সুবিধা, আইনি জটিলতামুক্ত ও কম ঝুঁকি ইত্যাদি বিষয়গুলো জড়িত থাকার কারণে অতি সহজে কম সময়ে গঠন করা যায়। উল্লিখিত বিষয়গুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. **ব্যক্তিগত উদ্যোগ:** একজন উদ্যোক্তা নিজ চেষ্টা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করে অতি সহজে এক মালিকানা ব্যবসায় গঠন করতে পারে। ব্যবসায়ে একক মালিকানা লাভ করার মনোভাব অনেক ব্যক্তিকে এ ধরনের ব্যবসায় গঠন করতে উৎসাহী করে।

২. **স্বল্প মূলধন:** মূলধন ছাড়া কোনো ব্যবসায় গঠন করা যায় না এবং মূলধন হলো ব্যবসায়ের চালিকা শক্তি। অংশীদারি বা যৌথমূলধনী ব্যবসায় গঠন করার জন্য অনেক মূলধনের প্রয়োজন হয় এবং সংগ্রহ করা ও ব্যবস্থাপনা করা জটিল কাজ। পক্ষান্তরে, এক মালিকানা ব্যবসায়ে কম মূলধন হলেই ব্যবসায় আরম্ভ ও পরিচালনা করা যায়। তাই বলা যায় স্বল্প মূলধনের প্রয়োজন হয় বলে এক মালিকানার ব্যবসায় গঠন সহজ হয়।

৩. **স্বল্প শ্রম:** এক মালিকানার ব্যবসায় সাধারণত ছোট আকারে ও আয়তনে গঠিত হয়। এরূপ ব্যবসায়ের কার্যক্ষেত্র কম হয়। তাই স্বল্প শ্রমের প্রয়োজন পড়ে। স্বল্প শ্রম নির্ভর হওয়ার জন্য এক মালিকানার ব্যবসায় গঠন সহজ হয়।

৪. **অবকাঠামোগত সুবিধা:** এক মালিকানা ব্যবসায় শহরের কেন্দ্রস্থল হতে গ্রাম-গঞ্জের যে কোনো স্থানে গড়ে তোলা যায়। এরূপ ব্যবসায়ের জন্য বিশেষ অবকাঠামোগত সুবিধার প্রয়োজন হয় না। বরং যে কোনো অবকাঠামোতে ব্যবসায় স্থাপন করা যায়।

৫. **আইনি জটিলতামুক্ত:** এক মালিকানা ব্যবসায় গঠনের জন্য কোনো আইনি ঝামেলা নেই। তবে ব্যবসায় পৌর এলাকায় অবস্থিত হলে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়।

৬. **কম ঝুঁকি:** স্বল্প মূলধন বিনিয়োগ থাকার জন্য এক মালিকানা ব্যবসায়ের অনিশ্চয়তা থেকে সৃষ্ট ঝুঁকির পরিমাণ কম থাকে। ঝুঁকি কম বলে এক মালিকানা ব্যবসায় গঠন করতে উদ্যোক্তা আগ্রহী থাকে।

পরিশেষে উপরের বিষয়গুলো আলোচনার পরিপেক্ষিতে বলা যায় এক মালিকানার ব্যবসায় গঠন করা অনেক সহজ কাজ।

এক মালিকানার ব্যবসায় অসুবিধা

এক মালিকানা ব্যবসায় হলো এমন এক ধরনের ব্যবসায় যার উদ্যোক্তা, মালিক, পরিচালক ও অর্থের যোগানদাতা একই ব্যক্তি এবং তিনি নিজেই এককভাবে ব্যবসায়ের সকল ঝুঁকি, দায়, লাভ ও লোকসান বহন করেন। নিম্নে এক মালিকানা ব্যবসায়ের অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করা হলো-

১. **একক ঝুঁকি:** এক মালিকানা ব্যবসায়ের মালিক সবসময় একজন ব্যক্তি যিনি নিজ উদ্যোগে পুঁজির সংস্থান করেন, ব্যবসায় পরিচালনা করেন, ঝুঁকি বহন করেন । এক মালিকানা ব্যবসায়ের সকল ঝুঁকি মালিককে এককভাবে বহন করতে হয়।

২. **স্বল্প মূলধন:** স্বল্প মূলধন নিয়ে এ জাতীয় ব্যবসায় গঠন করতে হয়। মালিক নিজেই এ মূলধন যোগান দেন। সাধারণ নিজস্ব সঞ্চয় ও প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে মূলধন ব্যবসায় পরিচালনা করেন।

৩. **ক্ষুদ্র পরিসরঃ** অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক মালিকানা ব্যবসায় ক্ষুদ্র আকারের হয়ে থাকে। মূলধনের স্বল্পতা ও একজন ব্যক্তির মালিকার জন্য এর আয়তন সাধারণত ছোট হয়ে থাকে।

৪. **স্থায়িত্বের অভাবঃ** আইনের চোখে এক মালিকানা ব্যবসায়ের পৃথক কোন সত্তা নেই। এক মালিকানা ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব মালিকের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কারণ ব্যবসায় চালু রাখা বা বন্ধ করা মালিকের আগ্রহের উপর নির্ভর করে।

৫. **অসীম দায়ঃ** এ জাতীয় ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব মালিকের। ফলে তার দায় অসীম। ফলে প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয় করে ব্যবসায়ের দায় পরিশোধ করতে হয়।

সারসংক্ষেপ

- ❖ এক মালিকানা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ, স্বল্প মূলধন, স্বল্প শ্রম, আইনি জটিলতামুক্ত ও কম ঝুঁকি নিহিত থাকায়, অতি সহজে এ ব্যবসায় গঠন করা যায়।
- ❖ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও এক মালিকানা ব্যবসায়ের সংখ্যা অন্যান্য ব্যবসায়ের সংখ্যা চেয়ে বেশি। কারণ অন্যান্য ব্যবসায় সংগঠন গঠন করতে হলে অনেক জটিলতা ও আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়।
- ❖ একক মালিকানায় ব্যবসায় পরিচালিত হয় বিধায় এর গঠন ও বিলোপ অন্যান্য ব্যবসায় সংগঠনের চেয়ে অনেক সহজ।
- ❖ এক মালিকানা ব্যবসায়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তার জন্য পৃথিবীর সকল দেশে এটি এখন পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে টিকে আছে এবং জনপ্রিয়তার দিকেও সর্বোচ্চ পর্যায়ে অবস্থান করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যবসায় শুরু করার উত্তম সংগঠন হলো-
(ক) এক মালিকানা (খ) অংশীদারি
(গ) যৌথমূলধনী (ঘ) রাষ্ট্রীয়

২. এক মালিকানা ব্যবসায়ের জন্য কোনটি প্রযোজ্য?
(ক) চুক্তিপত্র প্রণয়ন (খ) চুক্তিপত্র নিবন্ধন
(গ) সহজ গঠন (ঘ) শেয়ার বিক্রয়

৩. যে কোনো অবকাঠামোতে ব্যবসায় স্থাপন করা যায় কোনটি?
(ক) যৌথমূলধনী (খ) অংশীদারি
(গ) সমবায় (ঘ) এক মালিকানা

৪. কোন ব্যবসায় পৌর এলাকায় শুরু করলে ট্রেড লাইসেন্স জরুরি?
(ক) এক মালিকানা (খ) অংশীদারি
(গ) সমবায় (ঘ) যৌথমূলধনী

৫. এক মালিকানা ব্যবসায় গঠন এত সহজ, কারণ-
(i) আইনি জটিলতামুক্ত;
(ii) স্বল্প মূলধন প্রয়োজন হয়;
(iii) সীমিত দায়।
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৪ অংশীদারি ব্যবসায়ের ধারণা, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- অংশীদারি ব্যবসায় কী বর্ণনা করতে পারবেন।
- কী কী বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকলে অংশীদারি ব্যবসায় হবে তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- অংশীদারি ব্যবসায় এর সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন।

অংশীদারি ব্যবসায়ের ধারণা

আগের দিনে ব্যবসায় বাণিজ্য সাধারণত কৃষি পণ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেই সময় একক ব্যক্তির মালিকানায় ব্যবসায় পরিচালনা ছিল মুখ্য বিষয়। কালের বিবর্তনে শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে এক মালিকানা ব্যবসায়ের ধারায় পরিবর্তন সূচিত হয়। শুরু হলো ব্যক্তি ও সামর্থ্যের সমন্বয়। এক মালিকানা ব্যবসায়ের সীমাবদ্ধতা ও অসুবিধাসমূহ দূর করার লক্ষেই মূলত: অংশীদারি ব্যবসায় গড়ে ওঠে। সহজভাবে বলা যায়, একের অধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যে ব্যবসায় গঠন করা যায়, তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে।

১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, সকলের দ্বারা বা সকলের পক্ষে একজনের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের মুনাফা নিজেদের মধ্যে বন্টনের নিমিত্তে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে যে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের সৃষ্টি করে তাদের প্রত্যেককে অংশীদার এবং সম্মিলিতভাবে তাদের ব্যবসায়কে অংশীদারি ব্যবসায় বলা হয়।

অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য

অংশীদারি ব্যবসায়ের এমন কিছু উপাদান ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার জন্য এক মালিকানা ব্যবসায় এবং যৌথমূলধনী ব্যবসায় হতে তা সহজে পৃথক করা যায়। নিম্নে অংশীদারি ব্যবসার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো:-

১. **একাধিক সদস্য:** আইনগতভাবে চুক্তি সম্পাদনের জন্য যোগ্য একাধিক সদস্য নিয়ে অংশীদারি ব্যবসায় শুরু করা হয়। এখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির উপস্থিতি ছাড়া অংশীদারিত্বের সৃষ্টি হতে পারে না।

২. **সদস্য সংখ্যা:** অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ২ জন থেকে সর্বোচ্চ ২০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ব্যাংক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সদস্য সংখ্যা ২ থেকে ১০ জন হয়।

৩. **চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক:** চুক্তি হলো অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি। চুক্তির মাধ্যমে অংশীদারি ব্যবসায়ের সৃষ্টি হয়। অংশীদারি চুক্তি মৌখিক, লিখিত, নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত হতে পারে।

৪. **পরিচালনায় অংশগ্রহণ:** অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালনার জন্য সকল অংশীদার অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে সকলের পক্ষে একজন দ্বারা অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

৫. **মূলধন সরবরাহ:** চুক্তি অনুসারে অংশীদারগণ নিজ নিজ অংশের অনুপাতে ব্যবসায় শুরুর সময় বা পরবর্তীতে মূলধন সরবরাহ করে। চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে মূলধন ছাড়াও অংশীদার হওয়া যায়।

৬. **লাভ লোকসান বন্টন:** এরূপ ব্যবসায়ে অর্জিত লাভ বা লোকসান ঘটলে সকল অংশীদারদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করা হয়। আর চুক্তিতে যদি কিছু উল্লেখ থাকে তবে চুক্তি অনুসারে লাভ বা লোকসান বন্টন হবে।

৭. **দায়:** অংশীদারি ব্যবসায়ের দায় অসীম। এরূপ ব্যবসায়ের দায়ের জন্য প্রত্যেক অংশীদার ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে দায়ী থাকে। বিষয়টি এরকম ব্যবসায়ে ১০ লক্ষ টাকা দায় সৃষ্টি হলে, একজন অংশীদার দেউলিয়া হলেও তার দায় অন্যান্য অংশীদারগনকে বহন করতে হবে।

৮. **পারস্পরিক বিশ্বাস:** অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তি পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্যবসায়ের সফলতা এর উপর নির্ভর করে।

৯. **আইনগত সত্তা:** অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। তবে নিবন্ধিত হলে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। কিন্তু অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধিত হলেও কোনো আইনগত সত্তা সৃষ্টি হয় না। তাই দেনা-পাওনা আদায়ের জন্য ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে মামলা না করে অংশীদারদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।

১০. **বিলোপসাধন:** অংশীদারদের মধ্যে অনাস্থা-অবিশ্বাস ও বিরোধ দেখা দিলে অংশীদারি ব্যবসায় বিলোপসাধন হয়।

অংশীদারি ব্যবসায়ের সুবিধা

মাঝারি ধরনের সংগঠন হিসেবে অংশীদারি ব্যবসায়ের অনেকগুলো সুবিধা রয়েছে। নিম্নে অংশিদারী ব্যবসায়ের সুবিধাগুলো বর্ণনা করা হলঃ

১. সহজ গঠন: অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করা খুবই সহজ। চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম দুই বা ততোধিক ব্যক্তি চুক্তি বদ্ধ হয়ে অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করতে পারে। এর জন্য কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই।

২. অধিক পুঁজি: এ ব্যবসায়ে একাধিক সদস্য থাকায় ফলে এবং প্রয়োজনে সকলের সম্মতিক্রমে মুলধন বৃদ্ধি সুযোগ থাকায় এক্ষেত্রে অধিক মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

৩. ঝুঁকি-হ্রাস: এ ব্যবসায়ে প্রত্যেক অংশীদারকে ঝুঁকি বহন করতে হয়। ব্যবসায়ের ঝুঁকি একাধিক অংশীদারের মধ্যে বন্টিত হয় বলে একক ঝুঁকি হ্রাস পায়।

৪. দলবদ্ধ প্রচেষ্টা : অংশীদারি ব্যবসায়ে সকল অংশীদারের স্বার্থে এক ও অভিন্ন হওয়ায় সকলেই দলবদ্ধভাবে ব্যবসায়ে সফলতার জন্য কাজ করে। ফলে ব্যবসায়ের উন্নতি ঘটে।

৫. নতুন অংশীদার গ্রহণ: সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে প্রয়োজনে প্রতিভাবান, গুণী ও ধনী ব্যক্তিকে নতুন অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করে ব্যবসায় লাভবান হতে পারে।

৬. সঠিক সিদ্ধান্ত: এ ব্যবসায়ে সকল অংশীদারদের সাথে আলোচনা করে ব্যবসায়ের জন্য যথার্থ সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। তাছাড়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসৃত হয় বলে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও এর বাস্তবায়ন সহজ হয়।

৭. দক্ষ পরিচালনা: বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ অংশীদার হিসেবে এ ব্যবসায়ে যোগদান করে। প্রত্যেক অংশীদার নিজ নিজ দক্ষতা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠানকে সফলভাবে পরিচালিত করতে পারেন।

৮. ঋণ গ্রহণে সুবিধা: এ ব্যবসায় মালিক একাধিক থাকায় এবং প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সম্পতি ঋণ পরিশোধে ব্যবহত হয় বলে অনেকেই ঋণ প্রদানে আগ্রহী হয়।

৯. দক্ষ কর্মচারি নিয়োগ: এ ব্যবসায়ে মূলধন এক মালিকানা ব্যবসায় থেকে অনেক বেশি হওয়ায় ব্যবসায়িক কাজে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মচারি নিয়োগ করতে পারে।

১০. উত্তোলনের সুযোগ: এ ব্যবসায়ের অংশীদারগণ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবসায় থেকে মূলধন বা মুনাফা উত্তোলন করতে পারেন।

অংশীদারি ব্যবসায়ের অসুবিধা

অংশীদারি ব্যবসায়ের অসুবিধা থাকার পরও ইহা অসুবিধামুক্ত নয়। নিম্নের অংশীদারি ব্যবসায়ের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো বর্ণনা করা হল ঃ

১. সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব: এ ব্যবসায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল অংশীদারের মতামত নিতে হয়। এতে দুটি সমস্যা হয়-প্রথমতঃ সবাইকে যথা সময়ে পাওয়া যায় না; দ্বিতীয়তঃ অনেক সময় মতেরও অমিল হয়। ঐ সব কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হয়।

৩. স্থায়িত্বের অনিশ্চয়তা: অংশীদারি ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব খুবই অনিশ্চিত। অংশীদারের মৃত্য, মস্তিস্ক বিকৃতি, দেউলিয়াত্ব, পারস্পরিক বিরোধ বা অন্য যে কোন কারণে অংশীদারি ব্যবসায় ভেঙে যেতে পারে।

৪. পরিচালনায় জটিলতা:অংশীদারি আইন অনুযায়ী সকল অংশীদারই ব্যবসায়-পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। ফলে কোন অযোগ্য অংশীদার এরূপ অধিকতর প্রয়োগে এগিয়ে আসলে ব্যবসায় পরিচালনায় জটিলতা দেখা দেয়।

৫. সীমিত সদস্য সংখ্যা: সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায়ে সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা ২০জন ও ব্যাংকিং অংশীদারি ও ব্যবসায়ের সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা ১০ জনে সীমাবদ্ধ। যে কারণে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে নতুন কোন যোগ্য অংশীদার গ্রহণ করা যায় না এবং তহবিলের অভাবে বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সুবিধা লাভ করা যায় না।

৬. অসৎ ও অযোগ্য অংশীদারের কাজের দায়বহন: প্রত্যেক অংশীদার অন্য অংশীদারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। পারস্পরিক এই প্রতিনিধিত্বের কারণে অনেক সময় অসৎ ও অযোগ্য অংশীদারদের জার দায় অন্য অংশীদারকেও বহন করতে হয়। এতে করে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অংশীদারদের মনে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়।

৭. মালিকানা হস্তান্তরে অসুবিধা:এ ব্যবসায়ের অংশীদারগণ অবাধে মালিকানা হস্তান্তর করতে পারে না। চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলে বা অন্যান্য অংশীদারদের মতামত না নিয়ে কোন অংশীদার তার মালিকানা ইচ্ছে সত্ত্বেও অপর কারো নিকট হস্তান্তর করতে পারে না।

৮. পৃথক সত্তার অভাব:অংশীদারি ব্যবসায়ের কোন আইনগত সত্তা নেই। কারণ এটা আইনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় না। অংশীদারের ব্যক্তিগত সত্তা এবং ব্যবসায়ের সত্তা এক এবং অভিন্ন। ফলে কোন ঝুঁকিপূণ কাজের জন্য এ ব্যবসায় সুবিধাজনক নয়।

১০.অসম মুনাফা বন্টন: অংশীদারি ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ না করে কোন কোন ব্যক্তি অংশীদার হতে পারে এবং মুনাফার অংশ ভোগ করে থাকে। এতে পুঁজি বিনিয়োগ কারীরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি)
/শিক্ষার্থীর কাজ

উপরের পাঠের আলোকে নিচের উল্লিখিত বিষয়গুলো অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিশ্লেষণ করুন।

অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য	বিশ্লেষণ
১. আইনগত বাধ্যবাধকতা	
২. মালিকানা হস্তান্তর	
৩. সিদ্ধান্তগ্রহণ	
৪. অবসায়ন	
৫. অসীমদায়ের ইতিবাচক দিক	

সারসংক্ষেপ

- ❖ এক মালিকানা ব্যবসায়ের সীমাবদ্ধতা ও অসুবিধাসমূহ দূর করার লক্ষেই মূলত: অংশীদারি ব্যবসায় গড়ে ওঠে।
- ❖ একের অধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যে ব্যবসায় গঠন করা যায়, তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে।
- ❖ ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন মোতাবেক অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।
- ❖ ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, সকলের দ্বারা বা সকলের পক্ষে একজনের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের মুনাফা নিজেদের মধ্যে বন্টনের নিমিত্তে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে যে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের সৃষ্টি করে তাদের প্রত্যেককে অংশীদার এবং সম্মিলিতভাবে তাদের ব্যবসায়কে অংশীদারি ব্যবসায় বলা হয়।
- ❖ চুক্তি হলো অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি।
- ❖ অংশীদারি চুক্তি মৌখিক, লিখিত, নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত হতে পারে।
- ❖ চুক্তি অনুযায়ী লাভ লোকসান অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন হবে।
- ❖ চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলে লাভ লোকসান সমভাবে বণ্টন হবে।
- ❖ অংশীদারি ব্যবসায়ের দায় প্রত্যেক অংশীদার ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে দায়ী থাকে।
- ❖ অংশীদারদের মধ্যে অনাস্থা-অবিশ্বাস ও বিরোধ দেখা দিলে অংশীদারি ব্যবসায় বিলোপসাধন হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. এক মালিকানা ব্যবসায় সীমাবদ্ধতার কারণে কোন ব্যবসায়ের সৃষ্টি হয়?

(ক) সমবায় (খ) অংশীদারি
(গ) যৌথমূলধনী (ঘ) রাষ্ট্রীয়

২. সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা কতজন?

(ক) ১০ (খ) ২০
(গ) ৩০ (ঘ) ৪০

৩. ব্যাংকিং অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা কতজন?

(ক) ১০ (খ) ২০
(গ) ৩০ (ঘ) ৪০

৪. কত সালের আইন দ্বারা অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালিত হয়?

(ক) ১৮৯০ (খ) ১৯৩২
(গ) ১৯৯১ (ঘ) ২০০১

৫. অংশীদারি ব্যবসায়ে পরিচালনায় নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা কয়জন?

(ক) ১ (খ) ২
(গ) ৩ (ঘ) ৪

পাঠ-৪.৫ অংশাদারি ব্যবসায় ও অংশীদারের প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- অংশদারি ব্যবসায়ের প্রকারভেদ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- অংশীদারের প্রকারভেদ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

অংশাদারি ব্যবসায় প্রকারভেদ

অংশীদারি ব্যবসায়ের মেয়াদ নির্দিষ্ট লক্ষ ও দায় প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে অংশীদারি ব্যবসায় বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। নিম্নে অংশীদারি ব্যবসায়ের প্রকারভেদ দেখানো হলো

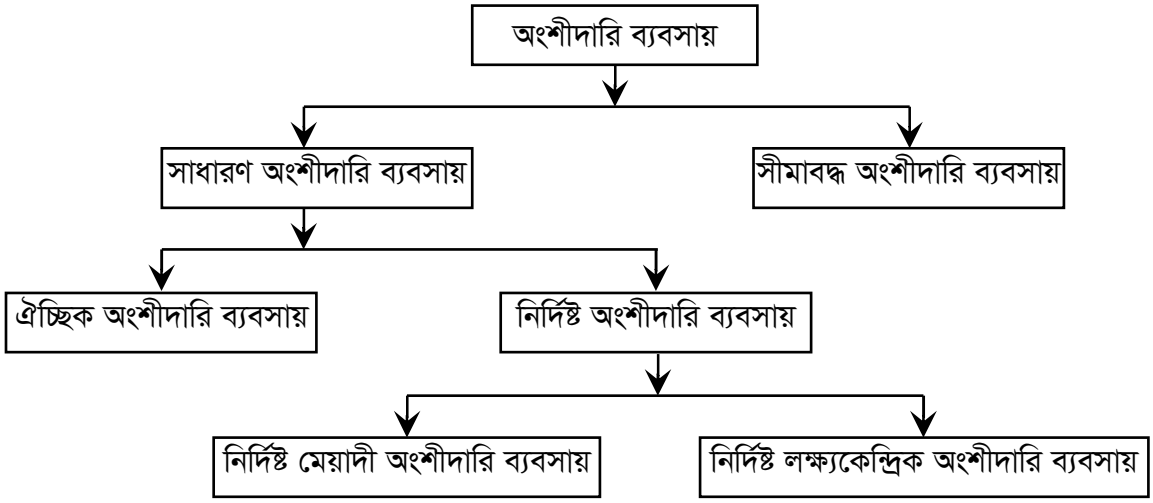

চিত্রে প্রদর্শিত অংশীদারি ব্যবসায়ের বিভিন্ন প্রকারভেদ নিম্নে আলোচনা করা হলো:

(ক) সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায়

অংশীদারি ব্যবসায় বলতে সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায়কেই বোঝানো হয়। সকলের পক্ষে একজনের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের মুনাফা নিজেদের মধ্যে বন্টনের নিমিত্তে একাধিক ব্যক্তি অসীম দায় বহনের শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যে ব্যবসায় গঠন করে তাকে সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায় বলে। এরূপ অংশীদারি ব্যবসায়কে নিচের দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. ঐচ্ছিক অংশীদারি ব্যবসায়: এরূপ ব্যবসায়ের স্থায়ীত্ব অংশীদারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কোনো অংশীদারি চুক্তিপত্র অংশীদাররা ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব কাল ও মেয়াদের সীমানা নির্ধারণ না করলে তাকে ঐচ্ছিক অংশীদারি ব্যবসায় বলে।

২. নির্দিষ্ট অংশীদারি ব্যবসায়: অংশীদারি ব্যবসায় যখন নির্দিষ্ট মেয়াদ বা নির্দিষ্ট লক্ষ অর্জনের জন্য গঠিত হয় তাকে নির্দিষ্ট অংশীদারি ব্যবসায় বলে। এরূপ ব্যবসায়কে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

(i) নির্দিষ্ট মেয়াদী অংশীদারি ব্যবসায় এবং

(ii) নির্দিষ্ট লক্ষ্যকেন্দ্রিক অংশীদারি ব্যবসায়

(খ) সীমাবদ্ধ অংশীদারি ব্যবসায়

যে অংশীদারি ব্যবসায়ের সকল অংশীদারের দায় অসীম না থাকে বা এক বা একাধিক অংশীদারের দায় সীমাবদ্ধ থাকে, তাকে সীমাবদ্ধ অংশীদারি ব্যবসায় বলে। সীমিত দায়বিশিষ্ট অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না।

অংশীদারের প্রকারভেদ

যদিও আইন অনুসারে অংশীদারি ব্যবসায়ের সকল অংশীদারের মর্যাদা সমান তবে ব্যবসায়ের বিভিন্ন ধরনের অবস্থা, সুযোগ-সুবিধা ও দায়িত্ব-কর্তব্য বিবেচনা করে পছন্দমত অংশীদার হতে পারেন। বিভিন্ন প্রকার অংশীদারের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল-

বিভিন্ন প্রকার অংশীদার	ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
সাধারণ বা সক্রিয় অংশীদার (Ordinary/Active Partner)	যে ব্যবসায়ে অংশীদারগণ ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ এবং সক্রিয়ভাবে ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে, যাদের দায় অসীম, অংশীদারগণ চুক্তি অনুযায়ী লাভ বা ক্ষতির অংশ পায় এবং চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য পারিশ্রমিক পায় তাদেরকে সাধারণ বা সক্রিয় অংশীদার বলে।
ঘুমন্ত ও নিষ্ক্রীয় অংশীদার (Sleeping Partner)	যে অংশীদারগণ ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করে চুক্তি অনুযায়ী লাভের অংশ পায় কিন্তু অধিকার থাকা সত্ত্বেও সক্রিয়ভাবে ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না, যাদের দায় সসীম এবং ব্যবসায়ের কোন কাজের জন্য তৃতীয় পক্ষের নিকট দায়বদবদ্ধ নয় তাকে ঘুমন্ত ও নিষ্ক্রীয় অংশীদার বলে।
নামমাত্র অংশীদার (Nominal Partner)	যে অংশীদারগণ ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করে না, ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী লাভের অংশ বা নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে নিজের সুনাম ব্যবহারের অনুমতি দেয় তাদেরকে নামমাত্র অংশীদার বলে। এ জাতীয় অংশীদারদের দায় সাধারণ অংশীদারদের মত অসীম নয় তবে কোন তৃতীয় পক্ষ যদি তাকে অংশীদার মনে করে ঋণ দেয় এবং তা প্রমাণ করতে পারে তাহলে সে ঋণের জন্য সাধারণ অংশীদারের ন্যায় দায়বদ্ধ থাকেন।
আপাতদৃষ্টিতে অংশীদার (Quasi Partner)	যে অংশীদারগণ ব্যবসায় থেকে অবসর গ্রহণ করার পরও মূলধন উত্তোলন না করে তা ঋণ হিসেবে ব্যবসায়ে জমা রাখেন এবং ব্যবসায় থেকে মুনাফার পরিবর্তে সুদ গ্রহণ করেন তাদেরকে আপাতদৃষ্টিতে অংশীদার বলে। প্রকৃতপক্ষে এ জাতীয় ব্যাক্তিগণ ব্যবসায়ের পাওনাদার। তবে কোন সাধারণ বা সক্রিয় অংশীদার ব্যবসায় থেকে অবসর গ্রহণ করার সংবাদ গণ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে না জানিয়ে ব্যবসায়ে থেকে গেলে ব্যবসায়ের কোন কাজের জন্য তৃতীয় পক্ষের নিকট দায়ী হবেন।
সীমিত অংশীদার (Limited Partner)	চুক্তি অনুযায়ী কোন অংশীদারের দায় সীমাবদ্ধ হলে বা আইন অনুযায়ী সকল অংশীদারের সম্মতিতে কোন নাবালককে সুবিধা প্রদানের জন্য অংশীদার করা হলে তাকে সীমিত অংশীদার বলা হয়। সীমিত অংশীদারদের দায় ব্যবসায়ে নিয়েজিত মূলধনের পরিমাণ দ্বারা সীমাবদ্ধ। তারা ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না। চুক্তি অনুযায়ী কোন সাবালক ব্যক্তিও এরূপ অংশীদার হতে পারে।
আচরণে অনুমিত অংশীদার (Partner by holding out)	কোন ব্যক্তি যদি ব্যবসায়ের অংশীদার না হয়েও মৌখিক কথাবার্তা, লেখা বা অন্য কোন আচরণের দ্বারা নিজেকে ব্যবসায়ের অংশীদার হিসেবে পরিচয় দেন, তবে আচরণে অনুমিত অংশীদার বলা হয়। যদি কেউ তার আচরণে প্রভাবিত হয়ে ঋণ দেয় বা চুক্তি করে তাহলে সে অংশীদার দায়ী থাকবে।
বেতনভোগী অংশীদার (Salaried Partner)	সে সকল অংশীদার যারা মুনাফার অংশ পাওয়া ছাড়াও ব্যবসায় পরিচালনার জন্য নির্দিষ্টহারে অর্থ পেয়ে থাকেন তারা হচ্ছেন বেতনভোগী অংশীদার।
নাবালক অংশীদার (Minor Partner)	অংশীদারি আইনের ৩০ (১) ধারা অনুযায়ী কোন নাবালক অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্য হতে পারে না। তবে সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে কোন নাবালককে ব্যবসায়ের মুনাাফার অংশ দেওয়া যায়। বাংলাদেশের আইনে ১৮ বছরের কম ব্যক্তিদেরকে নাবালক বুঝায়।

সারসংক্ষেপ

- ❖ অংশীদারি ব্যবসায়ের মেয়াদ নির্দিষ্ট লক্ষ ও দায় প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে অংশীদারি ব্যবসায় বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।
- ❖ অংশীদারি ব্যবসায় বলতে সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায়কেই বোঝানো হয়।
- ❖ সকলের পক্ষে একজনের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের মুনাফা নিজেদের মধ্যে বন্টনের নিমিত্তে একাধিক ব্যক্তি অসীম দায় বহনের শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যে ব্যবসায় গঠন করে তাকে সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায় বলে।
- ❖ কোনো অংশীদারি চুক্তিপত্র অংশীদাররা ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব কাল ও মেয়াদের সীমানা নির্ধারণ না করলে তাকে ঐচ্ছিক অংশীদারি ব্যবসায় বলে।
- ❖ অংশীদারি ব্যবসায় যখন নির্দিষ্ট মেয়াদ বা নির্দিষ্ট লক্ষ অর্জনের জন্য গঠিত হয় তাকে নির্দিষ্ট অংশীদারি ব্যবসায় বলে।
- ❖ যে অংশীদারি ব্যবসায়ের সকল অংশীদারের দায় অসীম না থাকে বা এক বা একাধিক অংশীদারের দায় সীমাবদ্ধ থাকে, তাকে সীমাবদ্ধ অংশীদারি ব্যবসায় বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. চুক্তিপত্রে ব্যবসায়ের মেয়াদ উল্লেখ করা হয় না এমন অংশীদারি ব্যবসায় হলো-
(ক) নির্দিষ্ট অংশীদারি (খ) ঐচ্ছিক অংশীদারি
(গ) সীমিত দায় অংশীদারি (ঘ) অসীম দায় অংশীদারি।

২. নির্দিষ্ট অংশীদারি ব্যবসায় কত ধরনের হয়ে থাকে?
(ক) দুই (খ) তিন
(গ) চার (ঘ) পাঁচ

৩. মৌসুমী পণ্যের ব্যবসায়ের জন্য গঠিত অংশীদারি নিচের কোন শ্রেণিভুক্ত?
(ক) সীমিত দায় অংশীদারি (খ) সাময়িক অংশীদারি
(গ) নির্দিষ্ট অংশীদারি (ঘ) ঐচ্ছিক অংশীদারি

৪. একটি ব্রিজ নির্মাণের জন্য গঠিত অংশীদারি ব্যবসায় কোন ধরনের?
(ক) ঐচ্ছিক অংশীদারি (খ) ঠিকাদারি অংশীদারি
(গ) নির্দিষ্ট মেয়াদি অংশীদারি (ঘ) নির্দিষ্ট লক্ষ্যকেন্দ্রিক অংশীদারি

পাঠ-৪.৬ অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিপত্র ও এর বিষয়বস্তু

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিপত্র সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিপত্র

অংশীদারি চুক্তিপত্র হলো একাধিক ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত অংশীদারি বিষয়ক সম্মতির দলিল। বাংলাদেশে বহাল ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৫ ধারায় বলা হয়েছে যে, অংশীদারি সম্পর্ক সৃষ্টি হয় চুক্তি থেকে, সামাজিক মর্যাদা থেকে নয়। অংশীদারদের মূলধনের অনুপাত, লাভ-ক্ষতি বন্টনের অনুপাত, অংশীদারদের দায়িত্ব, অধিকার, পারিশ্রমিক, ব্যবসায় পরিচালনা পদ্ধতি, ঋণ গ্রহণ, বিরোধ নিস্পত্তি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় চুক্তিপত্রে উল্লেখ করা হয়। চুক্তি মৌখিক, লিখিত বা নিবন্ধিত হতে পারে। তবে চুক্তি যে ধরনের হোক না কেন অংশীদারি ব্যবসায় শুরু করার জন্য চুক্তি করা বাধ্যতামূলক; তবে তা লিখিত হওয়ায় বাঞ্ছনীয়। এজন্য চুক্তিই অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি।

চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু

চুক্তিপত্রকে অংশীদারি ব্যবসায়ের দিক নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ভবিষ্যতে অংশীদারদের মধ্যে যাতে কোনো বিভেদ বা মত বিরোধ সৃষ্টি না হয় এবং ব্যবসায় পরিচালনায় কোনে জটিলতা না ঘটে সেজন্য চুক্তিপত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ থাকে। সাধারণত চুক্তিপত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ থাকেঃ

১. অংশীদারি ব্যবসায়ের নাম ও ঠিকানা
২. ব্যবসায়ের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও আওতা
৩. ব্যবসায়ের কার্যকাল বা স্থায়িত্ব
৪. অংশীদারদের নাম, ঠিকানা ও পেশা
৫. ব্যবসায়ের মোট মূলধনের পরিমাণ
৬. প্রত্যেক অংশীদারদের প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ ও পরিশোধ পদ্ধতি
৭. ব্যবসায় পরিচালনার নিয়মাবলি
৮. যে সকল অংশীদার প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করবেন তাদের পরিচিতি
৯. ব্যবসায়ে লাভ-লোকসান বন্টন পদ্ধতি
১০. অংশীদারদের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও অধিকার
১১. ব্যবসায়ের আর্থিক বছর শুরু ও শেষ সময়
১২. যে ব্যাংকে হিসাব খোলা হবে তার নাম, ঠিকানা ও হিসাবের ধরন।
১৩. ব্যাংকের হিসাব পরিচালনাকারী ব্যক্তিগনের নাম
১৪. নুতন অংশীদার গ্রহণ ও পুরাতন অংশীদারের বিদায়ের নিয়মাবলী
১৫. ব্যবসায় প্রয়োজনে অন্যত্র হতে ঋণ গ্রহণ পদ্ধতি
১৬. অংশীদারের মৃত্যুতে তার অংশ নির্ধারণ, সংরক্ষণ ও পরিশোধ পদ্ধতি
১৭. অংশীদারদের অবসরগ্রহণ ও বহিষ্কারের পদ্ধতি
১৮. ভবিষ্যত বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসা পদ্ধতি
১৯. বিলোপ সাধনের পদ্ধতি
২০. চুক্তিপত্রের বাইরে অংশীদারদের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে নিস্পত্তি পদ্ধতি

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	তোমার এলাকায় তিন বন্ধু মিলে একটি মুরগির ফার্ম ব্যবসায় শুরু করবে এ মর্মে কাল্পনিক তথ্যের ভিত্তিতে একটি অংশীদারি চুক্তিপত্র তৈরি কর।

সারসংক্ষেপ

- ❖ অংশীদারি চুক্তিপত্র হলো একাধিক ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত অংশীদারি বিষয়ক সম্মতির দলিল।
- ❖ ভবিষ্যতে অংশীদারদের মধ্যে যাতে কোনো বিভেদ বা মতবিরোধ বা কোনো জটিলতা না ঘটে, সেজন্য চুক্তিপত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. অংশীদারি ব্যবসায়ের গঠনতন্ত্র হলো-

(ক) সহজ গঠন প্রণালী (খ) পারস্পারিক বিশ্বাস

(গ) চুক্তিপত্র (ঘ) স্মারকলিপি

২. চুক্তির অবর্তমানে অংশীদারি ব্যবসায়ের মধ্যে মুনাফা বন্টিত হয়-

(ক) মূলধনের অনুপাতে (খ) সমহারে

(গ) অসমহারে (ঘ) সম্পদের অনুনীতে

৩. অংশীদারি ব্যবসায়ে চুক্তিপত্র না থাকলে বৃদ্ধি পায়-

(ক) করের পরিমাণ (খ) মুনাফা

(গ) বিরোধ (ঘ) দায়

৪. অংশীদারি ব্যবসায়ে চুক্তিপত্রের প্রধান বিষয়বস্তু হলো-

(i) সাধারণ বিষয়;

(ii) ব্যবসায় পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়;

(iii) মুনাফা ও হিসাব সংক্রান্ত বিষয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৭ অংশীদারি ব্যবসায়ের গঠন, নিবন্ধনকরণ ও এর সুবিধা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- অংশীদারি ব্যবসায় কীভাবে গঠন করা যায় তা বুঝতে পারবেন।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন প্রক্রিয়ার সুবিধা চিহ্নিত করতে পারবেন।

অংশীদারি ব্যবসায়ের গঠন

অংশীদারি ব্যবসায়ের গঠন প্রণালী অনেক সহজ প্রকৃতির। এরূপ ব্যবসায় গঠনের ক্ষেত্রে আইনগতভাবে চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য একাধিক ব্যক্তি অংশীদারি চুক্তির ভিত্তিতে এরূপ ব্যবসায় গঠন করে। এখানে একাধিক ব্যক্তি বলতে সাধারণ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২ জন থেকে সর্বোচ্চ ২০ জন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। ব্যাংক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ জন থাকতে পারে। চুক্তি অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি। চুক্তির শর্তসাপেক্ষে ব্যবসায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ব্যবসায় শুরুর সময় অংশীদারগণ মূলধন সরবরাহ করেন। অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তি লিখিত হওয়ার কোনো আবশ্যকতা নেই। তবে ভবিষ্যত বিবাদ এড়ানোর জন্য এরূপ চুক্তি লিখিত এবং আরো অধিক সতর্কতার জন্য নিবন্ধিত হতে পারে। দেশের আইন অনুসারে এরূপ ব্যবসায়ের জন্য ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়। অংশীদারি ব্যবসায় গঠনের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে যে ধারাবাহিকতা অনুসরণ করা হয় তা নিম্নে প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:

দুই বা ততোধিক উদ্যোক্তা ব্যবসায় স্থাপনের ধারণা সৃষ্টি
মূলধন সরবরাহ, ব্যবসায় পরিচালনা, লাভ-ক্ষতি বন্টন, নতুন অংশীদার যোগদান ইত্যাদি বিষয়ে অংশীদারদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন (চুক্তি মৌখিক বা লিখিত)
চুক্তিপত্র নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়
অংশীদারগণ কর্তৃক মূলধন সরবরাহ
স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ
অংশীদারি ব্যবসায় শুরু

অংশীদারি ব্যবসায় গঠনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকায় ব্যক্তি বা স্থানভেদে এর গঠন প্রণালীতে পার্থক্য দেখা যায়।

অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধনকরণ

অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বলতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত নিবন্ধন অফিসে প্রতিষ্ঠানের নাম তালিকা ভুক্ত করাকে বোঝায়। যদিও বাংলাদেশে কার্যকর ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৫৮ ও ৫৯ ধারায় অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধনের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়নি। তবে নিবন্ধিত ব্যবসায় অনিবন্ধিত ব্যবসায় অপেক্ষা অনেক বেশি সুবিধা পেয়ে থাকে। নিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায়ের যে কোনো অংশীদার অপর অংশীদার বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চুক্তি হতে উদ্ভূত অধিকার আদায়ের জন্য মামলা করতে পারে, যা অনিবন্ধিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান করতে পারে না। অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধিত হলে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে পাওনা আদায়ের জন্য মামলা করতে পারে। কিন্তু ১০০ টাকার অধিক পাওনা আদায়ের জন্য পাল্টা অনিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে না। স্বার্থ আদায়ের জন্য কোনো অংশীদার অপর অংশীদার বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে না। সুতরাং বলা যায়, নিবন্ধিত ব্যবসায় যেহেতু অনিবন্ধিত ব্যবসায় থেকে বেশি আইনি সুযোগ সুবিধা ভোগ করে, তাই অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধিত হওয়া ভালো। তবে সীমিত অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন করা আবশ্যক। অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন করার সময় আবেদন পত্রে নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। যথা:

১. অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের নাম;
২. প্রধান অফিসের ঠিকানা;
৩. শাখা অফিস থাকলে তার ঠিকানা;
৪. ব্যবসায় শুরুর কার্যকাল;
৫. ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য;
৬. অংশীদারদের নাম, ঠিকানা ও পেশা;
৭. অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ;
৮. ব্যবসায়ের মেয়াদ সংক্রান্ত তথ্য (যদি থাকে);
আবেদনপত্রটি সকল অংশীদারগণের স্বাক্ষরযুক্ত করে জমাদান করার পর নিবন্ধক অফিস তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে নিবন্ধক বহিতে ব্যবসায়কে তালিকাভুক্ত ও নথিভুক্ত করেন এবং পরে পত্র দ্বারা তা জানিয়ে দেন।

অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধনকরণের সুবিধা

অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন আইন বাধ্যতামূলক করা না হলেও অনিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় অপেক্ষা নিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় অধিক আইনগত সুবিধা ভোগ করে। চুক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় পাওনা অর্থ আদায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় অধিক আইনগত সুবিধা ভোগ করে। এ কারণেই অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন হওয়া ভাল। উল্লেখ যে, সীমাবদ্ধ অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	রহিম ও তার দশ বন্ধু মিলে একটি গার্মেন্টস কারখানা স্থাপন করতে চায়। উক্ত ব্যবসায়টি উপরে আলোচিত পাঠের আলোকে কিভাবে গঠন করা যাবে তা বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

- ❖ অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বলতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত নিবন্ধন অফিসে প্রতিষ্ঠানের নাম তালিকাভুক্ত করাকে বোঝায়।
- ❖ অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়নি। তবে নিবন্ধিত ব্যবসায় অনিবন্ধিত ব্যবসায় অপেক্ষা অনেক বেশি সুবিধা পেয়ে থাকে।
- ❖ নিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায়ের যে কোনো অংশীদার অপর অংশীদার বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চুক্তি হতে উদ্ভূত অধিকার আদায়ের জন্য মামলা করতে পারে, যা অনিবন্ধিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান করতে পারে না।
- ❖ অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধিত হলে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে পাওনা আদায়ের জন্য মামলা করতে পারে।
- ❖ ১০০ টাকার অধিক পাওনা আদায়ের জন্য পাল্টা অনিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে না।
- ❖ অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্রের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেয়ার পর নিবন্ধক তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিবন্ধন বইতে তালিকাভুক্তি ও নথিভুক্ত করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন করা হয় কোন অফিসে?
(ক) নিবন্ধকের অফিস (খ) বিভাগীয় কমিশনারের অফিস
(গ) ডেপুটি কমিশনারের অফিস (ঘ) সিটি কর্পোরেশন

২. অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন কাজটি করেন-

(ক) সরকার (খ) রেজিস্ট্রার

(গ) কমিশনার (ঘ) ডাইরেক্টর

৩. ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৫৮ ধারায় অংশীদারি ব্যবসায়ের কোন বিষয়ের উল্লেখ আছে?

(ক) চুক্তিপত্র (খ) গঠন প্রণালী

(গ) নিবন্ধন (ঘ) বিলোপসাধন

৪. সকল অংশীদার কর্তৃক চুক্তিপত্র কী হয়?

(ক) গৃহীত (খ) অনুমোদিত

(গ) স্বাক্ষরিত (ঘ) অনূদিত

৫. অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজন-

(i) প্রতিষ্ঠানের নাম;

(ii) প্রধান অফিসের ঠিকানা;

(iii) ব্যবসায়ে উদ্দেশ্য।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৮ অংশীদারি ব্যবসায় ভেঙে যাওয়ার কারণ ও বিলোপসাধন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- অংশীদারি ব্যবসাযের ভেঙ্গে যাওয়ার কারণ বলতে পারবেন।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অংশীদারি ব্যবসায় ভেঙে যাওয়ার কারণ

বিভিন্ন কারণে অংশীদারি ব্যবসায় ভেঙে যেতে পারে। নিম্নে অংশীদারি ব্যবসায় ভেঙে যাওয়ার কারণ তুলে ধরা হল।

১. **অসীম দায় বহন ঃ** এ ব্যবসায়ের সকল অংশীদারের দায় অসীম (সীমাবদ্ধ অংশীদার ছাড়া) অংশীদার থাকাকালে ব্যবসায়ের যে সকল দায় জন্মায় তার জন্য অংশীদারগণ ব্যবসায়ে বিনিয়োজিত তাঁদের মুলধন ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হয়।

২. **লোকসান বহন ঃ** ব্যবসায়ের কোন ক্ষতি বা লোকসান হলে চুক্তি অনুযায়ী অন্যথায় সমান হারে প্রত্যেক অংশীদার তা বহনে বাধ্য থাকে।

৩. **ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য ক্ষতিপূরণ ঃ** যদি কোন অংশীদারের ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য ব্যবসায়ের কোন ক্ষতি হয় সেক্ষেত্রে সে তা বহনে বাধ্য থাকে।

৪. **অন্যায় লাভ না করা ঃ** কোন অংশীদারের উচিত নয় প্রতিষ্ঠান হতে বা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত সম্পর্ক হতে অথবা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যায় লাভ করা। যদি কেউ তা করে তবে তার হিসাব দাখিল ও লাভ ফেরৎ দিতে তাকে বাধ্য করা যায়।

৫. **প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় পরিচালনা না করা ঃ** যদি কোন অংশীদার অংশীদারি ব্যবসায়ের অনুরূপ কোন প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় পরিচালনা করে তবে হিসাব ও প্রাপ্ত মুনাফা সে ফেরত দিতে বাধ্য থাকে।

৬. **ক্ষমতাসীমার মধ্যে কার্য সম্পাদন ঃ** অংশীদারদের দায়িত্ব হলো চুক্তি ও আইনে বর্ণিত ক্ষমতা সীমার মধ্যে থেকে কার্য সম্পাদন করা। এর বাইরে কিছু করা হলে এবং তার জন্য ব্যবসায়ের ক্ষতি হলে উক্ত অংশীদার তা পূরণে বাধ্য

৭. **প্রতারণার জন্য দায় ঃ** কোন অংশীদার প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করলে এবং তার জন্য ব্যবসায় বা অংশীদারগণ ক্ষতিগ্রস্ত হলে উক্ত অংশীদার তা পূরণে বাধ্য থাকে।

অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন

অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন বলতে ব্যবসায়ের বিষয়-সম্পত্তি ও দেনা পাওনার সার্বিক নিষ্পত্তিকে বোঝায়। অংশীদারি আইনের ৩৯ ধারায় বলা হয়েছে যে, সকল অংশীদারের মধ্যকার অংশীদারি সম্পর্কের বিলুপ্তিকে অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন বলে। নিচে অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধনের পদ্ধতি আলোচনা করা হলো:

১. চুক্তি অনুসারে বিলোপসাধন: অংশীদারি আইনের ৪০ ধারা অনুসারে সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে বা অংশীদারদের মধ্যকার সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে এ ব্যবসায় বিলোপসাধন ঘটতে পারে।

২. বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন: অংশীদারি আইনের ৪১ ধারা অনুসারে নিচের দু'টি অবস্থায় অংশীদারি ব্যবসায় বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন ঘটে।

(ক) সকল অংশীদার বা একজন ব্যতীত সকল অংশীদার এক সাথে দেউলিয়া বলে ঘোষিত হলে; বা

(খ) কোনো ঘটনা দ্বারা অংশীদারি ব্যবসায় চালনা অবৈধ হয়ে পড়লে।

৩. বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে বিলোপসাধন: অংশীদারি আইনের ৪২ ধারায় বলা হয়েছে যে, অংশীদারদের মধ্যকার চুক্তি সাপেক্ষে নিচের যে কোনো অবস্থায় এরূপ ব্যবসায়ের বিলোপ ঘটতে পারে:

(ক) নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ব্যবসায় গঠিত হয়ে থাকলে এবং উক্ত সময় উত্তীর্ণ হলে;
(খ) পূর্ব নির্ধারিত ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেলে;
(গ) কোনো অংশীদারের মৃত্যু হলে;
(ঘ) কোনো অংশীদার দেউলিয়া বলে ঘোষিত হলে।

৪. বিজ্ঞপ্তির দ্বারা বিলোপসাধন: অংশীদারি আইনের ৪৩ ধারা অনুসারে ইচ্ছাধীন অংশীদারির ক্ষেত্রে কোনো অংশীদার অন্যান্য সকল অংশীদারকে লিখিত বিজ্ঞপ্তির দ্বারা ব্যবসায়ের বিলোপের ইচ্ছা প্রকাশ করলে এরূপ ব্যবসায়ের বিলোপসাধন ঘটবে।

৫. আদালত কর্তৃক বিলোপসাধন: আদালতে ব্যবসায় বা অংশীদারের বিষয়ে কোনো মামলা করা হলে বা ব্যবসায় ভঙ্গের আবেদন করলে অংশীদারি আইনের ৪৪ ধারা অনুসারে নিম্নে যে কোনো কারণে আদালতে ব্যবসায় ভঙ্গের নির্দেশ দিতে পারে:
(ক) কোনো অংশীদারের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে;
(খ) কোনো অংশীদার কর্তব্য পালনে চিরতরে অসামর্থ্য বিবেচিত হলে;
(গ) কোনো অংশীদারের অসদাচরণ দ্বারা ব্যবসায় ক্ষতিসাধন হবে বলে মনে হলে;
(ঘ) কোনো অংশীদার ইচ্ছাকৃতভাবে চুক্তি শর্ত ভঙ্গ করলে;
(ঙ) কোনো অংশীদার ব্যবসায়ের তাঁর পূর্ণ অংশ তৃতীয় পক্ষের নিকট হস্তান্তর করলে।
উপরে উল্লিখিত কারণগুলো ছাড়াও আদালত অন্য কোনো যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত কারণে অংশীদারি ব্যবসায় বিলোপসাধনের আদেশ দিতে পারে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	হান্নান, মান্নান ও আদনান সমপরিমাণ মূলধন দিয়ে একটি অংশীদারি ব্যবসায় গড়ে তোলে। পারিবারিক দেনার জন্য আদনান আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ায় ব্যবসায়টির অবসায়ন ঘটে। কিন্তু পারিবারিক দায় পরিশোধে শুধু হান্নানের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্রোক করা হয়। এক্ষেত্রে হান্নান কোন ধরনের অংশীদার এবং কিভাবে ব্যবসায়টি বিলোপসাধন ঘটবে তা ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

- অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন বলতে ব্যবসায়ের বিষয়-সম্পত্তি ও দেনা পাওনার সার্বিক নিষ্পত্তিকে বোঝায়।
- অংশীদারি ব্যবসায় চুক্তি অনুসারে, বাধ্যতামূলক, বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে, বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, আদালত কর্তৃক বিলোপসাধন হতে পারে।
- অংশীদারি আইনের ৪০ ধারা অনুসারে সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে বা অংশীদারদের মধ্যকার সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে এ ব্যবসায় বিলোপসাধন ঘটতে পারে।
- অংশীদারি আইনের ৪১ ধারা অনুসারে সকল অংশীদার বা একজন ব্যতিত সকল অংশীদার দেউলিয়া ঘোষিত হলে; বা কোনো ঘটনা দ্বারা অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালনা অবৈধ হয়ে পড়লে।
- অংশীদারি আইনের ৪২ ধারায় বিশেষ ঘটনা সাক্ষেপে অংশীদারি ব্যবসায় বিলোপ ঘটতে পারে।
- অংশীদারি আইনের ৪৩ ধারা অনুসারে ইচ্ছাধীন অংশীদারির ক্ষেত্রে কোনো অংশীদার অন্যান্য সকল অংশীদারকে লিখিত বিজ্ঞপ্তির দ্বারা ব্যবসায়ের বিলোপের ইচ্ছা প্রকাশ করলে এরূপ ব্যবসায়ের বিলোপসাধন ঘটবে।
- আদালতে ব্যবসায় বা অংশীদারের বিষয়ে কোনো মামলা করা হলে বা ব্যবসায় ভঙ্গের আবেদন করলে অংশীদারি আইনের ৪৪ ধারা অনুসারে তা বিলোপসাধন হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. সাধারণত অংশীদারি ব্যবসায় কতভাবে বিলোপসাধন ঘটতে পারে?
(ক) ৩ (খ) ৪
(গ) ৫ (ঘ) ৬

২. বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিলোপসাধন হয়ে থাকে কোন ধরনের অংশীদারি ব্যবসায়ে?
(ক) ঐচ্ছিক (খ) সীমিত দায়
(গ) নির্দিষ্ট মেয়াদি (ঘ) নির্দিষ্ট পক্ষ কেন্দ্রিক

৩. কোন ধরনের অংশীদারি ব্যবসায়ে স্বেচ্ছায় বিলোপসাধন ঘটে?
(ক) ঐচ্ছিক অংশীদারি (খ) বিশেষ অংশীদারি
(গ) সীমাবদ্ধ অংশীদারি (ঘ) সাধারণ অংশীদারি

৪. অংশীদারি আইনের কত ধারায় বিলোপসাধন উল্লেখ আছে?
(ক) ৩৯ (খ) ৪০
(গ) ৪১ (ঘ) ৪২

৫. অংশীদারি আইনের ৪০ ধারায় কোন ধরনের বিরোপসাধন বর্ণনা আছে?
(ক) আদালত কর্তৃক (খ) বিজ্ঞপ্তি দ্বারা
(গ) চুক্তি অনুসারে (ঘ) বাধ্যতামূলক

৬. কোনো অংশীদারের মস্তিস্ক বিকৃতি হলে কোন ধরনের অবসায়ন ঘটে?
(ক) বিজ্ঞপ্তি দ্বারা (খ) আদালত কর্তৃক
(গ) চুক্তি অনুসারে (ঘ) বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে

পাঠ-৪.৯ যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের ধারণা,বৈশিষ্ট্য সুবিধা ও অসুবিধা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- যৌথ মূলধনী ব্যবসায় কী তা বলতে পারবেন।
- যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ করতে পারবেন।

যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের ধারণা

যৌথ মূলধনী ব্যবসায় সংগঠন বা কোম্পানি হলো আইনসৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী এমন এক ধরনের বৃহদায়তন ব্যবসায় সংগঠন যা অদৃশ্য, চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী: যা নিজের নাম ও সিল দ্বারা পরিচিত ও পরিচালিত হয়, যেখানে মালিকানা সীমিত দায়বিশিষ্ট শেয়ার সংখ্যা দ্বারা নির্ধারিত। কোম্পানির বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত করে ১৮৮২ সালে প্রথম ভারতীয় কোম্পানি আইন প্রণয়ন করা হয়। পরে এর ব্যাপক পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা হয় ১৯১৩ সালে। আবার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন প্রবর্তিত হয়, যা আজও কার্যকর রয়েছে।

যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য

যৌথ মূলধনী ব্যবসায় আইন অনুযায়ী গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই এরূপ সংগঠনের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিচে বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করা হলো:-

১. আইন দ্বারা সৃষ্টি: কোম্পানি একটি আইন সৃষ্ট সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৪ সালের আইন দ্বারা অথবা সরকারের বিশেষ অধ্যাদেশ বলে এ ব্যবসায় গঠিত হয়। আইন সৃষ্ট হওয়ার জন্য গঠন প্রক্রিয়া বেশ জটিল।

২. কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা: কৃত্তিম ব্যক্তিসত্তা বলতে এমন এক প্রকার সত্তাকে বোঝায় যা কোনো ব্যক্তি না হয়েও আইনগতভাবে ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করে। আইন দ্বারা সৃষ্ট বলে যৌথ মূলধনী ব্যবসায় তার শেয়ার মালিক থেকে আলাদা অস্তিত্ব সম্পন্ন কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

৩. চিরন্তন অস্তিত্ব: কোম্পানি আইন সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং সে সুবাদে কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী হওয়ায় এর অস্তিত্ব বিলোপের ক্ষেত্রেও আইনগত দিক অনুসরন করতে হয়। সকল শেয়ার মালিক ও ব্যবসায়ের কর্মচারিরা দেউলিয়া বা মৃত্যুবরণ করলেও যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না।

৪. সীমাবদ্ধ দায়: কোম্পানির শেয়ার মালিকদের দায় সীমাবদ্ধ থাকে। এখানে ক্রয়কৃত শেয়ার মালিকরা দায়বদ্ধ থাকেন। উদাহরণস্বরূপ কেউ যদি ১০০ টাকা মূল্যের ১০০টি শেয়ার ক্রয় করে তাহলে তার দায় (১০ × ১০০) = ১০০০ টাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে।

৫. নিজস্ব সিলমোহর: কোম্পানি কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা হওয়ার ফলে তার নিজ নামে সিলমোহর থাকে। কোম্পানির সাথে তৃতীয় পক্ষের লেনদেনের সময় এই সিলমোহর ব্যবহার করা হয় এবং কোম্পানির সকল নথিপত্রে সিল ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক।

৬. শেয়ার মূলধন: কোম্পানির মোট মূলধনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমান অংশে ভাগ করা হয়, একে শেয়ার বলে। শেয়ার মালিক তার নিজ অংশের শেয়ার অন্য পক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে পারে।

৭. সদস্য সংখ্যা: কোম্পানির সদস্য সংখ্যা আইন দ্বারা নির্দিষ্ট থাকে। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সর্বনিম্ন ২ জন এবং সর্বোচ্চ ৫০ জন সদস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৭ জন এবং সর্বোচ্চ স্মারকলিপিতে বর্ণিত শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে।

উপরে আলোচিত বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্য বর্তমানে যৌথমূলধনী ব্যবসায়কে "ব্যবসায়ী জগতের কান্ডারি" হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

কোম্পানি সংগঠনের সুবিধা

কোম্পানি সংগঠনের সুবিধাসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

১. সীমিত দায়ঃ কোম্পানি ব্যবসায়ের শেয়ার মালিকদের দায় শেয়ার মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ। এ কারণে জনগণ বিনাদ্বিধায় এ সংগঠনে বিনিয়োগ করে।

২. অধিক পুঁজিঃ এ জাতীয় সংগঠন জনগণের নিকট শেয়ার ও ডিভেঞ্চার বিক্রয় করে পর্যাপ্ত পরিমাণ পুঁজি সংগ্রহ করতে পারে যা অন্যান্য সংগঠনের পক্ষে সম্ভব নয়।

৩. চিরন্তন অস্তিত্বঃ আইন সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা কোম্পনিকে চিরন্তন অস্তিত্ব দান করেছে। তাই কোন সদস্যের মৃত্যু বা দেউলিয়াত্বের কারণে এর বিলুপ্তি ঘটে না।

৪.স্বাধীন সত্তাঃ কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার কারণে এ সংগঠন নিজস্ব নাম ও সিলমোহর ব্যবহার করে তৃতীয় পক্ষের সাথে চুক্তি বা লেনদেন করতে পারে।

৫. শেয়ার হস্তান্তর যোগ্যতাঃ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার যে কেউ যে কোন সময় ক্রয় করতে পারে এবং শেয়ার হোল্ডার ইচ্ছা করলে যে কোন সময় শেয়ার অন্যের নিকট হস্তান্তর করতে পারে।

৬. বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সুবিধাঃ অধিক পুঁজি নিয়ে গঠিত হয় বলে এ সংগঠন বৃহদাকার ব্যবসায়ের সুবিধা; যেমন-এক সাথে অধিক পরিমাণ পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়, কম খরচে অধিক পরিমাণ পণ্য উৎপাদন, ; দক্ষ কর্মচারি নিয়োগ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিতব্যায়িতা অর্জন ইত্যাদি সুবিধা ভোগ করে।

৭. শেয়ারের প্রকারভেদঃ কোম্পানি সংগঠনের শেয়ার বিভিন্ন ধরনের হওয়ায় জনগণ তাদের পছন্দ মত শেয়ার ক্রয় করতে পারে।

৮. দক্ষ পরিচালনাঃ এ সংগঠনের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার উপর সুদক্ষ পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকে। তাছাড়া, আর্থিক সংগতি থাকার প্রয়োজনে অধিকতর যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যবস্থাপকদের এক্ষেত্রে নিয়োগ দেয়া যায়। এর ফলে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা অত্যন্ত দক্ষ হয়।

৯. আকর্ষণীয় বিনিয়োগ ক্ষেত্রঃ চিরন্তন অস্তিত্ব, সীমিত দায়, আইনানুগ নিয়ন্ত্রক, স্বল্প মূল্যে শেয়ার ক্রয়ের সুযোগ, শেয়ারের সহজ হস্তান্তর ইত্যাদি কারণে সকল ধরনের বিনিয়োগ কারীর নিকটই এটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিনিয়োগ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত।

১০. ঋণের সুযোগঃ স্বাধীন সত্তা, চিরন্তন অস্তিত্ব, জন আস্থা ইত্যাদি কারণে এরূপ ব্যবসায় সহজেই বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে পারে।

কোম্পানির ব্যবসায় সংগঠনের অসুবিধা

নিচে কোম্পানির ব্যবসায় সংগঠনের অসুবিধা সমূহ বর্ণনা করা হলঃ

১. জটিল গঠন প্রণালীঃ কোম্পানি একটি আইন সৃষ্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। এর গঠন বেশ সময় সাপেক্ষে, আনুষ্ঠানিকতা পূর্ণ ও ব্যয় বহুল। এ জন্যে অনেকেই এরূপ ব্যবসায় গঠনে নিরুৎসাহিত হয়।

২. অদক্ষ পরিচালনাঃ এরূপ ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনার তার বেতনভূক্ত তৃতীয় পক্ষের ওপর ন্যস্ত থাকায় তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত উৎসাহে অনেক ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে অনেক সময়ই অদক্ষতা বিরাজ করে।

৩. পরিচালকের স্বার্থ সিদ্ধি ঃ পরিচালকগণ শেয়ারহোল্ডারদেও পক্ষে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার কারণে তারা অনেক সময় সম্মিলিত ভাবে নিজেদেও স্বার্থে কাজ করে। এতে ব্যবসায় ও শেয়ার মালিকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪. একচেটিয়া ব্যবসায় সৃষ্টি: বৃহদায়তন প্রকৃতিতে এ ধরনের ব্যবসায় গড়ে ওঠায় কারণে অনেক সময় একচেটিয়া ব্যবসায় সৃষ্টির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এতে ব্যবসায়ের স্বাভাবিক উন্নয়নের পথ বন্ধ হয় এবং সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৫. স্বজনপ্রীতি: কোম্পানির পরিচালকগণ কোম্পানির কর্মচারি নিয়োগ, পদোন্নতি, পদচ্যুতি ইত্যাদি ব্যাপারে অনেক সময় যোগ্যতার চেয়ে অযোগ্যতা বা স্বজনপ্রীতির উপরই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

৬. পরিচালনা ব্যয়ের আধিক্য: এ ব্যবসায়ে বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠানাদি পালন, দলিল ও খাতাপত্র সংরক্ষণ, হিসাব নিরীক্ষা, শেয়ার ও ঋণ ইস্যু ইত্যাদি। বিভিন্ন কাজে যথেষ্ট উপরি খরচ হয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পায়।

৭. কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা: কোম্পানি সংগঠন গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হলেও বাস্তবে এর মূল ক্ষমতা কয়েক ব্যক্তির হাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে পরিচালকদের স্বার্থেও কাছে সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়।

৮. সীমিত কার্যক্ষেত্র: এ কোম্পানি স্মারক লিপিতে উল্লেখ নেই এমন কোন কাজ সম্পাদন করতে পারে না। ফলে এর কর্মপরিধি নিদিষ্ট গভির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

৯. সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব: এ সংগঠনে ব্যবসায় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বহু আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটে।

১০. গোপনীয়তার অভাব: আইন অনুযায়ী এ সংগঠনের হিসাব পত্র ও নিরীক্ষা রিপোর্ট, বার্ষিক প্রতিবেদনসহ বহু দলিলপত্র ও বিবরণ শেয়ার হোল্ডার, কোম্পানির নিবন্ধককে জনসমক্ষে পেশ করতে হয়। এতে ব্যবসায়ের গোপনীয়তা হ্রাস পায়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	দশটি যৌথ মূলধনী ব্যবসায় সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের নাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- ১৯৯৪ সালে কোম্পানি আইন দ্বারা এ ব্যবসায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।
- আইন সৃষ্ট হওয়ায় এ ব্যবসায় সংগঠন গঠন করা বেশ জটিল।
- এ ব্যবসায় কোনো ব্যক্তি না হয়েও আইনগতভাবে ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করে।
- কোম্পানির শেয়ার মালিকদের দায় সীমাবদ্ধ থাকে।
- কোম্পানি কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা হওয়ার ফলে তার নিজ নামে সিলমোহর থাকে।
- কোম্পানির মোট মূলধনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমান অংশে ভাগ করা হয়, একে শেয়ার বলে।
- শেয়ার মালিক তার নিজ অংশের শেয়ার অন্য পক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে পারে।
- কোম্পানির সদস্য সংখ্যা আইন দ্বারা নির্দিষ্ট থাকে।
- প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সর্বনিম্ন ২ জন এবং সর্বোচ্চ ৫০ জন সদস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
- পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৭ জন এবং সর্বোচ্চ স্মারকলিপিতে বর্ণিত শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. আইনের দ্বারা সৃষ্ট ব্যবসায় হলো-
(ক) অংশীদারি (খ) যৌথমূলধনী
(গ) এক মালিকানা (ঘ) আইন ব্যবসায়

২. চিরন্তন অস্তিত্বসম্পন্ন ব্যবসায় হলো-
(ক) সমবায় সমিতি (খ) রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়
(গ) যৌথমূলধনী (ঘ) এক মালিকানা

৩. সহজেই মালিকানা হস্তান্তর করা যায় কোন ব্যবসায়?
(ক) যৌথমূলধনী (খ) রাষ্ট্রীয়
(গ) অংশীদারি (ঘ) এক মালিকানা

৪. সর্বপ্রথম কোন সালে যৌথমূলধনী কোম্পানি আইন প্রণয়ন করা হয়?
(ক) ১৭৫৭ (খ) ১৮৮২
(গ) ১৯১৩ (ঘ) ১৯৯৪

৫. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা হলো-
(ক) ২ জন (খ) ৩ জন
(গ) ৫ জন (ঘ) ৭ জন

৬. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা হলো-
(ক) ২ জন (খ) ৭ জন
(গ) ৯ জন (ঘ) ১১ জন

৭. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা হলো-
(ক) পঞ্চাশ জন (খ) একান্ন জন
(গ) একশত জন (ঘ) স্মারকলিপিতে বর্ণিত শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ

পাঠ-৪.১০ যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের গঠন প্রণালী, প্রকারভেদ ও পাবলিক ও প্রাইভেট লিঃ কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের গঠন প্রণালী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের প্রকারভেদ বলতে পারবেন।
- পাবলিক ও প্রাউভেট লিঃ কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের গঠন প্রণালী

যৌথ মূলধনী ব্যবসায় বা কোম্পানি সংগঠন হলো আইন সৃষ্ট ব্যবসায় সংগঠন; যা গঠিত হয় একটি ধারাবাহিক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে। ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুসারে এরূপ ব্যবসায় গঠনে যে সকল পর্যায় অতিক্রম করতে হয় তা নিচে বর্ণনা করা হলো:

১. উদ্যোগ গ্রহণ পর্যায়: উদ্যোগ গ্রহণ বলতে কোম্পানির গঠনের জন্য উদ্যোক্তা বা প্রবর্তকগণের অনুসন্ধান, যাচাই ও সংগঠিত হওয়াকে বোঝায়। এ পর্যায়ে উদ্যোক্তাগণ ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্প অনুমোদন, আর্থিক পরিকল্পনা, নাম নির্বাচন ও নামের ছাড়পত্র সংগ্রহ ইত্যাদি কার্য সম্পূর্ণ করে থাকে।

২. দলিলপত্র প্রণয়ন পর্যায়: এ পর্যায়ে কোম্পানির পরিচালকগণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি দলিল প্রনয়ন করে। যথা: (ক) স্মারকলিপি বা পরিমেলবন্ধ ও (খ) সংঘবিধি বা পরিমেল নিয়মাবলি। স্মারকলিপি কোম্পানির প্রধান দলিল বা সংবিধান বা গঠণতন্ত্র যাতে কোম্পানির নাম, ঠিকানা, উদ্দেশ্য, মোট মূলধন ইত্যাদি উল্লেখ থাকে। আর সংঘবিধিতে কোম্পানি পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়ম-বিধি লেখা থাকে।

৩. নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ পর্যায়: এ পর্যায়ে কোম্পানি নিবন্ধকের অফিস হতে নির্দিষ্ট ফি দিয়ে ফরম সংগ্রহ করে তা পূরণপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও দলিল সংযুক্ত করে নিবন্ধকের নিকট জমা দেয়া হয়। আবেদনপত্র ও দলিল যাচাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিবন্ধক কোম্পানির নাম তালিকাভুক্ত করেন। তারপর প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কাজ শুরু করতে পারে। কিন্তু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে কাজ শুরু করার জন্য কার্যারম্ভের অনুমতি পত্র সংগ্রহ করতে হয়।

৪. কার্যারম্ভ পর্যায়: পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে কার্যারম্ভের অনুমতি পত্র পাওয়ার জন্য ন্যূনতম মূলধন সংগৃহীত হয়েছে এ মর্মে ঘোষণাপত্র ও বিবরণপত্র দাখিল করতে হয়। উক্ত দলিলপত্র পেয়ে নিবন্ধক সন্তুষ্ট হলে কার্যারম্ভের অনুমতি প্রদান করেন। তারপর পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কার্যক্রম শুরু করতে পারে।

যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের প্রকারভেদ

নিবন্ধন, দায়, মালিকানা প্রভৃতি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে যৌথমূলধনী কোম্পানি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। নিচে এদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হলো:

১. সনদপ্রাপ্ত কোম্পানি: রাজকীয় সনদ বা ঘোষণা বলে সৃষ্ট কোম্পানিকে সনদপ্রাপ্ত কোম্পানি বলে। যেমন, চাটার্ড ব্যাংক অব ইংল্যান্ড।

২. বিধিবদ্ধ কোম্পানি: দেশের সংসদ বা রাষ্ট্রপতির আদেশ দ্বারা গঠিত কোম্পানিকে বিধিবদ্ধ কোম্পানি বলে। যেমন, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিপিডিবি, রাজউক ইত্যাদি।

৩. নিবন্ধিত কোম্পানি: ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন দ্বারা গঠিত ও নিবন্ধিত কোম্পানিসমূহ এই শ্রেণির অন্তর্গত। এরূপ কোম্পানিকে নিম্নোক্তভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানি: এই ধরনের কোম্পানির দায় তার শেয়ার মূল্যের অতিরিক্ত কোনো দায় বহন করতে হয় না। আবার এরূপ কোম্পানিকে নিম্নোক্তভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

(i) পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি: এ ধরনের কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৭ জন এবং সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করে। এর মালিকানা অবাধে হস্তান্তরযোগ্য।

(ii) প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি: এ ধরনের কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ২ জন এবং সর্বোচ্চ ৫০ জন। এ প্রতিষ্ঠান জনগণের মধ্যে শেয়ার বিক্রি এবং মালিকানা হস্তান্তর করতে পারে না।

(iii) সরকারি কোম্পানি: যে সব কোম্পানির আদায়কৃত মূলধনের কমপক্ষে ৫১% মালিকানা সরকারের হাতে থাকে সেগুলোকে সরকারি কোম্পানি বলা হয়।

(iv) হোল্ডিং কোম্পানি: যদি কোনো কোম্পানি অন্য কোনো কোম্পানির শতকরা ৫০% ভাগের বেশি শেয়ারের মালিক হয় বা মোট ভোটদান ক্ষমতার শতকরা ৫০ ভাগের অতিরিক্ত ভোটদান ক্ষমতা ভোগ করে অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অধিকাংশ পরিচালক নিয়োগ করার ক্ষমতার অধিকারী হয়, তবে ঐ কোম্পানিকে হোল্ডিং বা নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানি বলে।

(v) সাবসিডিয়ারি কোম্পানি: কোম্পানি আইনের ২ (২) ধারা মোতাবেক, কোনো কোম্পানির ৫০% এর বেশি শেয়ার বা ভোটদানের ক্ষমতা অন্য কোনো কোম্পানির অধীনে থাকলে বা সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিচালক নিয়োগের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষমতা অন্য কোনো কোম্পানির অধীনে থাকলে তাকে সাবসিডিয়ারি বা অধীনস্থ কোম্পানি বলে।

(খ) প্রতিশ্রুতি দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানি: এ ধরনের কোম্পানির শেয়ার মালিকরা নিজেদের শেয়ারের মূল্যের অতিরিক্ত পরিমান অর্থ কোম্পানি বিলুপ্তির সময় পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

(গ) অসীম দায়বদ্ধ কোম্পানি: যে কোম্পানির শেয়ার মালিকদের দায় সীমাহীন তাকে অসীম দায়বদ্ধ কোম্পানি বলে। সাধারণত এ ধরনের কোম্পানি দেখা যায় না।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য

প্রাইভেট ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে কিছু মিল থাকলেও কার্যক্ষেত্রে বিভিন্ন পার্থক্য লক্ষ করা যায়। নিম্নে উভয় কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য সমূহ বর্ণনা করা হলোঃ

পার্থক্যের বিষয়	প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
১. সংগঠন	এ কোম্পানি গঠনে কম আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় বিধায় এর গঠন তুলনামূলক সহজ।	এটা গঠনে বেশি আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় বলে এর গঠন তুলনামূলক বেশি জটিল।
২. সদস্য সংখ্যা	সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা ২ এবং সর্বোচ্চ সংখ্যা ৫০ জন।	সর্বনিম্ন সংখ্যা ৭জন এবং সর্বোচ্চ সীমা শেয়ারের সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ।
৩. কার্যারম্ভ	বিন্ধনপত্র পাওয়ার পর কাজ শুরু করতে পারে।	কাজ শুরু করার জন্য নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পর কার্যারম্ভের অনুমতি পত্র সংগ্রহ করতে হয়।
৪. শেয়ার বিক্রয়	জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয়ের আহবান জানাতে পারে না।	শেয়ার বিক্রয়ের জন্য জন সাধারণের নিকট আবেদন জানাতে পারে।
৫. বিবরণ পত্র	এক্ষেত্রে বিবরণপত্র বা বিকল্প বিবৃতি তৈরির প্রয়োজন পড়ে না।	এক্ষেত্রে বিবরণপত্র বা বিকল্প বিবৃতি তৈরি করে নিবন্ধকের নিকট জমা দিতে হয়।
৬. শেয়ার হস্তান্তর	এর শেয়ার হস্তান্তর যোগ্য নয়।	এ কোম্পনীর শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য।
৭. মূলধন ও আয়তন	সদস্য সংখ্যা কম হওয়ার মূলধনও কম হয়। এতে আয়তন তুলনামূলক ছোট হয়।	সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ায় অধিক মূলধন সংগ্রহ হয়। এতে আয়তন বৃহদাকার হয়।

পার্থক্যের বিষয়	প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
৮. ন্যুনতম মূলধন	কাজ শুরু করার জন্য ন্যূনতম মূলধন সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয় না।	কাজ শুরুর পূর্বে বাধ্যতামূলক ভাবে ন্যূনতম মূলধন সংগ্রহ করতে হয়।
৯. পরিচালকের সংখ্যা	কমপক্ষে ২জন পরিচালক থাকতে হয়।	অবশ্যই তিনজন পরিচালক থাকতে হয়।
১০. পরিচালক পর্ষদ গঠন	প্রতি বৎসর পরিচালক পর্ষদ গঠনের প্রয়োজন হয় না।	প্রতি বৎসর পরিচালক পর্ষদ পুনর্গঠন করতে হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	নিচের উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান, তা উপরের আলোচিত পাঠের আলোকে আলাদা শিরোনামে চিহ্নিত করে উল্লেখ করুন। বাংলাদেশ বিমান, ওয়াসা, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, পূবালী ব্যাংক লিমিটেড, রহিমআফরোজ, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন, চাটার্ড ব্যাংক অব ইংল্যান্ড।

সারসংক্ষেপ

- যৌথ মূলধনী ব্যবসায় বা কোম্পানি সংগঠন হলো আইন সৃষ্ট ব্যবসায় সংগঠন; যা গঠিত হয় একটি ধারাবাহিক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে।
- ১৯৯৪ সালের কোম্পানির আইন অনুযায়ী এ ব্যবসায় সংগঠন সৃষ্ট হয়।
- এর গঠন প্রণালীতে যে সকল পর্যায় অতিক্রম করতে হয়, তা হলো: উদ্যোগ গ্রহণ, দলিলপত্র প্রণয়ন, নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ এবং কার্যারম্ভ।
- উদ্যোগ গ্রহণ বলতে কোম্পানির গঠনের জন্য উদ্যোক্তাগণের অনুসন্ধান, যাচাই ও সংগঠিত হওয়াকে বোঝায়।
- দলিলপত্র প্রণয়ন পর্যায়ে কোম্পানির পরিচালকগণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি দলিল প্রণয়ন করেন।
- প্রথমটি স্মারকলিপি এবং দ্বিতীয়টি সংঘবিধি।
- স্মারকলিপি কোম্পানির প্রধান দলিল যাতে কোম্পানির নাম, ঠিকানা, উদ্দেশ্য, মোট মূলধন ইত্যাদি উল্লেখ থাকে।
- আর সংঘবিধিতে কোম্পানি পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়ম-বিধি লেখা থাকে।
- নিবন্ধন পর্যায়ে কোম্পানি নিবন্ধকের অফিস হতে নির্দিষ্ট ফি দিয়ে ফরম সংগ্রহ করে তা পূরণপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও দলিল সংযুক্ত করে নিবন্ধকের নিকট জমা দেয়া হয়।
- আবেদনপত্র ও দলিল যাচাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিবন্ধক কোম্পানির নাম তালিকাভুক্ত করেন।
- কার্যারম্ভ পর্যায়ে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র ছাড়াই কাজ শুরু করতে পারে। কিন্তু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে কাজ শুরু করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কোম্পানি গঠনের প্রথম কাজটি করেন?

(ক) প্রবর্তকগণ (খ) শেয়ারহোল্ডারস

(গ) পরিচালকগণ (ঘ) চাটার্ড একাউটেন্ট

২. কোম্পানির গঠনতন্ত্র হলো-

(ক) বিবরণপত্র (খ) স্মারকলিপি

(গ) সংঘবিধি (ঘ) নিবন্ধনপত্র

৩. কোম্পানির অভ্যন্তরীন পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মাবলির বিবরণ থাকে কোন দলিলে-

(ক) পরিমেল বন্ধ (খ) বিবরণপত্র
(গ) পরিমেল নিয়মাবলি (ঘ) নিবন্ধনপত্র

৪. নিবন্ধনপত্র ইস্যু করেন-

(ক) পরিচালক (খ) নিরীক্ষক
(গ) সলিসিটর (ঘ) নিবন্ধক

৫. কার্যারম্ভের অনুমতি পাওয়ার জন্য প্রয়োজন-

(i) বিবরণত্র;
(ii) পরিচালকদের যোগ্যতাসূচক শেয়ার ক্রয়ের ঘোষণাপত্র;
(iii) ন্যুনতম মূলধন সংগ্রহের প্রমাণ।

৬. নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন:

করিম একজন গাড়ির মেকানিক। রাজশাহীতে তার একটি গাড়ি মেরামতের কারখানা আছে। ছয় জন কর্মচারি নিয়ে সে কারখানাটি চালায়। তার কাজ ও ব্যবহারে গ্রাহকরা সন্তুষ্ট, ফলে অনেক দূরদূরান্ত হতে মালিকরা গাড়ি মেরামত আসে। সে বগুড়ায় আরো একটি শাখা খুলে একজন ম্যানেজার দিয়ে চালায়। কিন্তু নতুন শাখাটি রাজশাহী শাখার মতো সফলতা পাচ্ছে না।

(ক) অসীম দায় কী?
(খ) এক মালিকানা ব্যবসায় বলতে কী বোঝায়?
(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত করিমের গাড়ি মেরামত কারখানার নতুন শাখা খোলার উদ্দেশ্য কী ছিল? ব্যাখ্যা করুন।
(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত করিমের গাড়ি মেরামত কারখানার বগুড়া শাখায় সফলতা না পাওয়ার মূল কারণ বিশ্লেষণ করুন।

২. নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন:

মি. বাইরন একজন চার্টার্ড একাউন্টেট। তিনি তাঁর বন্ধু করিমসহ আরো ১৮ জন বন্ধু মিলে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মি. বাইরন বলেন, তিনি ব্যবসায় পরিচালনায় অংশ নিতে পারবেন না এবং বিনিয়োগের অতিরিক্ত দায় গ্রহণ করবেন না। তবে বছর শেষে প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিরীক্ষা কাজটি করবেন। সর্বসম্মতিক্রমে মি. করিমকে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। পরবর্তিতে একজন প্রভাবশালী দেনাদার ৫০,০০০ টাকা না দেয়ায় মি. করিম তা আদায়ে সমর্থ হন।

(ক) অংশীদারি ব্যবসায় কী?
(খ) 'অংশীদারদের অসীম দায়' বলতে কী বোঝায়?
(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের অংশীদারি সংগঠন? ব্যাখ্যা করুন।
(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. করিম কী কারণে পাওনা টাকা আদায়ে সফল হয়েছিলেন? বিশ্লেষণ করুন।

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন:

২০০০ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে মি. সুজন ও তাঁর তিন বন্ধু সমঝোতার ভিত্তিতে একটি ব্যবসায় শুরু করেন। উক্ত ব্যবসায়ে তাঁদের প্রত্যেকের বিনিয়োগ ৫০,০০০ টাকা। প্রথম বছর শেষে ব্যবসায়ের মুনাফা সন্তোষজনক না হওয়ায়, তাঁরা স্বনামধন্য ব্যবসায়ী মি. মজিবরকে ব্যবসায়ের অংশীদার করেন। মি. মজিবর ব্যবসায়ে কোনো মূলধন সরবরাহ করেন না এবং পরিচালনায়ও অংশ নেন না। কিন্তু তারপরেও পাঁচ বছর প্রতিষ্ঠানটি লাগাতার লোকসান দিতে থাকে। বর্তমানে তাঁরা প্রতিষ্ঠানটির বিলোপসাধনের কথা চিন্তা করছেন।

(ক) চুক্তিপত্র কী?
(খ) অংশীদারি ব্যবসায়ে ঝুঁকি বণ্টন বলতে কী বোঝায়?
(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. মজিবর কোন ধরনের অংশীদার?-ব্যাখ্যা করুন।
(ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির জন্য কোন ধরনের বিলোপসাধন উপযুক্ত? আপনার মতামত দিন।

৪. নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন:
মি. রহিম তাঁর আরো ৪৯ জন ব্যবসায়ী বন্ধু মিলে PQR নামে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য কোম্পানি নিবন্ধকের নিকট হতে নিবন্ধন লাভ করে। প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসায়ের কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিতে গেলে একজন এডভোকেট সদস্য তাতে বাধা দেন। তিনি বলেন আরো একটি প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা বাদ আছে। তাঁদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি তিন বছর সাফল্য দেখালেও পরবর্তি তিন-চার বছর লোকসান হতে থাকে। এমতাবস্থায় XYZ নামে অন্য একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান PQR প্রতিষ্ঠানের ৫১% শেয়ার কিনে নেয় এবং পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। এক বছরেই প্রতিষ্ঠানটি হারানো সুনাম ফিরে পায়।
(ক) কোম্পানি নিবন্ধন কী?
(খ) কোম্পানি সংগঠনকে কেন চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী বলা হয়?
(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত PQR ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের কোম্পানি সংগঠন হিসেবে নিবন্ধিত হয়? মতামত দিন।
(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত XYZ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার যুক্তি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.১ : ১. ঘ ২. ক ৩. গ ৪. ঘ ৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.২ : ১. ঘ ২. ঘ ৩. খ ৪. ক ৫. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৩ : ১. ক ২. গ ৩. ঘ ৪. ক ৫. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৪ : ১. খ ২. খ ৩. ক ৪. খ ৫. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৫ : ১. খ ২. ক ৩. গ ৪. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৬ : ১. ক ২. খ ৩. গ ৪. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৭ : ১. ক ২. খ ৩. গ ৪. গ ৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৮ : ১. গ ২. ক ৩. ঘ ৪. ক ৫. গ ৬. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৯ : ১. খ ২. গ ৩. ক ৪. খ ৫. ক ৬. খ ৭. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.১০ : ১. ক ২. খ ৩. গ ৪. ঘ ৫. ঘ